কাব্য-মালা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩২৭

প্রকাশক

শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

মূল্য ১॥০ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি কবির মধ্যম বয়সের রচনা। ইহা ছাড়া ইঁহার রচিত আরো কতকগুলি চম্পূ শ্রেণীর কবিতা বহুবৎসর পূর্ব্বে দুই একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি কালের অতল-গর্ব্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন আর খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম" পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে মূল সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর বাণীর এমন প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদ দুর্ল্লভ জানিয়া উহাও এই গ্রন্থভুক্ত করা হইল।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মবাদীর শুনহ বাণী।
যাঁ হ'তে জনমে এ সব প্রাণী,
জনমি যাঁহাতে জীবন ধরে,
অন্তে যাঁহাতে গমন করে,
তাঁহারে জানিতে কর যতন।
তিনি ব্রহ্ম সনাতন॥
আনন্দ হ'তে সকলি হ'য়েচে।
আনন্দে ধরি বাঁচিয়া রয়েচে॥
ধায় সবে আনন্দের প্রতি।
আনন্দের ক্রোড়ে লভে গতি॥

রসরূপ তিনি, সে রস পিয়া
আনন্দে ভাসে জীবের হিয়া ॥
মনো সাথে যাঁরে না পেয়ে বাণী,
ফিরে আসে শেষে ক্লান্ত মানি।
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তা'র ॥
আনন্দ যদি ব্যাপিয়া আকাশ
নাহি থাকিতেন স্বয়ংপ্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ—
চলিত বলিত করিত কাজ ?
সে যে আনন্দ—অমৃত সিন্ধু।
সব আনন্দ তাঁহারই বিন্দু ॥
নামরূপ নাই—আধার নাই।
বাক্য মনের অগম ঠাঁই ॥
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,
তখন তাহার না থাকে ভয় ॥
মনো সাথে যাঁরে না পেয়ে বাণী,
ফিরে আসে শেষে ক্লান্ত মানি ;
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার
ভয় নাহি হয় কদাপি তা'র ॥
ইনিই জীবের পরম গতি।
পরম ধন পরম রতি ॥

ইঁনিই জীবের পরম লোক
ইঁহারে হেরিলে না থাকে শোক ॥
ইঁহারি আনন্দ সিন্ধু
ভুঞ্জে জীব বিন্দু বিন্দু ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয় ।
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয় ॥
মহান্ আতমা তিনি জনমবিহীন ।
জরা মৃত্যু ভয়-তাপ—কারো না অধীন ॥
চিন্তা করিলেন তিনি; চিন্তনের পিছু,
সৃজিলেন এই সব দেখিছ যা কিছু ॥
তাঁহা হইতেই হ'ল বিশ্বের প্রকাশ।
জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ!
অনিল সলিল জ্যোতি ; আশ্চরিজ তিনি!
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী ॥
ভয়ে তাঁর জ্বলে অগ্নি, ভয়ে ভানু ভায়,
চলে মেঘ চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায় ॥

তৃতীয় অধ্যায়

পরম তত্ত্বের সেই লভিবারে জ্ঞান
যাইবে গুরুর কাছে শিষ্য মতিমান্ ॥
প্রশান্ত হৃদয়-মন প্রণত শিষ্যেরে
সত্য বলিবেন গুরু, বিনা ঘোর-ফেরে,
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাতে ব্রহ্মে যায় জানা,
ছাড়িয়া কল্পনা আর জলপনা নানা ॥

ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব্ব।
শিক্ষা কল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ ;
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব্ব ॥
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তা'কে বলি
যাতে হয় নিত্য ধন লাভ।
পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দে'ন হৃদে আসি
ঘুচাইয়া সকল অভাব ॥
যাঁ হ'তে হ'য়েচে সৃষ্টি, না যায় সেখানে দৃষ্টি,
কেহ তাঁরে নাহি পায় ধরা।
নাহি গোত্র নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ,
সর্ব্বত্র আছেন তিনি ভরা ॥

হস্ত পদ নাহি তাঁর, সূক্ষ্ম বিভু সারাৎসার,
চরাচর বিশ্বের কারণ।
হ্রাস বৃদ্ধি নাই অণু, হেরে লোমাঞ্চিত তনু
তদগত চিত্ত তপোধন।
দেব দেব পূজ্যতম! ইঁহাকেই করে নম
ব্রাহ্মণেরা, গার্গি, বারবার।
স্থূল সূক্ষ্ম ছোটো বড়, যাহা কিছু মনে গড়ো
ন'ন ইনি কিছুই তাহার॥
রাঙা কালো তমোছায়
চক্ষে যাহা কিছু ভায়
ন'ন তাহা নিখিলের প্রভু।
জলের মতন ন'ন,
ন'ন তিনি সমীরণ
আকাশ নহেন তিনি কভু॥
সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ,
নাহি দেহ নাহি গেহ,
চক্ষু মুখ কর্ণ নাহি তাঁর।
বাক্য মন তেজঃ প্রাণ
তাঁহাতে না পায় স্থান,
ব্রহ্ম তিনি অগম্য অপার॥
ইঁহারি শাসনে গার্গি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ
আপন আপন পথে ধায় অহরহ॥

উপরে দ্যুলোক আর নিচে ধরাতল
ইঁহারি শাসন-বলে র'য়েছে অটল ॥
মুহূর্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ষ চলে।
চলে ঋতু সম্বৎসর শাসনের বলে ॥
তুষার-মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত হইতে
ইঁহারি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে
পূর্ব্বমুখে বহি চলে শত নদ নদী,
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি ॥
ইহাঁরে না জানি যারা, যত বীজ বপে,
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো তার তপে,
বহুবর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান ॥
ইঁহারে না জানি যারা হেতা হৈতে যায়
কি দুর্দ্দশা তা'সবার কি কহিব হায় ॥
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান্
হেতা হৈতে পুণ্যলোক করয়ে প্রয়াণ
সেই ধন্য সেই ধন্য ! তিনিই ব্রাহ্মণ !
বলিনু তোমারে গার্গি সত্য এ বচন ॥
অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম দৃষ্টির নহেন গম্য
কিন্তু তিনি দেখেন সকলি।
গম্ভীর তিনি নিস্তব্ধ
নাহি তাঁর সাড়া শব্দ,
শুনেন যা কিছু মোরা বলি ॥

তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব
নাহি জানে দেব মর্ত্ত্য,
সকলি জানেন জ্ঞাতা সেই।
বস্ত্র-বুনানির মতো
রহিয়াছে ওতোপ্রোতো
অসীম আকাশ তাঁহাতেই॥
ইহাঁর ভয়ে পবন বহে।
তপন উঠে ইঁহার ভয়ে।
ইহাঁর ভয়ে অনল জ্বলে।
গগন পথে জলদ চলে॥
আজ্ঞাকারী যেন ভৃত্য
মৃত্যু করে নিজ কৃত্য॥
সকলের প্রাণ ইনি ; যা কিছু যেথায়
সেই প্রাণে করি ভর স্ব স্ব কাজে ধায়।
সবাই করিছে তাঁহার কাজ।
মহদ্ভয় তিনি উদ্যত বাজ॥
জানেন যারা ইহার তত্ত্ব
লভেন তাঁরা অমরত্ব॥

———

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রবণের শ্রবণ তিনি, মনের তিনি মন।
বচনের বচন তিনি জীবনের জীবন ॥
মনের অন্তরে মন, মন নাহি পায়।
বচন না যায় সেথা নয়ন না যায় ॥
জানি না আমরা তাঁরে ; জানি না সন্ধান
কেমনে করিতে হয় তাঁহার ব্যখান ॥
যে যতই জানে তাঁরে, তাহা ন'ন ঠিক্।
কেহ যাহা নাহি জানে তাহারো অধিক ॥
পূর্ব্বতন ঋষিদের এইরূপ বাণী—
আমা সবাকারে যাঁরা কহিলা ব্যখানি ॥
বাক্য যা' কহিতে গিয়া না পারে কহিতে
বাক্যেরে জাগা'ন যিনি অন্তর হইতে
তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো ; বলি' "ব্রহ্ম ইনি"
লোকে যাহা উপাসয়ে, তাহা ন'ন তিনি ॥
মন যাঁরে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়,
মনের সমস্ত ভাব যাঁর চক্ষে ভায়,
তাঁহাকেই ব্রহ্ম জেনো ; "ইনি ব্রহ্ম" বলি
লোকে যাহা উপাসয়ে, অলীক সকলি ॥

মনে যদি কর তাঁরে জানি সমুচিত,
অল্পই তাঁহারে জানো কহিনু নিশ্চিত ॥
মনে নাহি করি আমি কদাপি এরূপ,
সমুচিত জানিয়াছি তাঁহার স্বরূপ ॥
জানি না যে তা'ও নয়, জানি তাও নয়
এ তত্ত্বটি জানিলে তবে সে জানা হয় ॥
যে জন ভাবিয়া না পায় অন্ত,
তাঁহারি ধেয়ানে তিনি জীবন্ত ॥
ভাবিয়া যে তাঁর পেয়েছে পার,
তাহার কেবল ভাবনা সার ॥
যে বুঝে উত্তম রূপে,
হাতড়ায় অন্ধকূপে ॥
বুঝিতে যে নাহি পারে,
চিনিয়াছে সেই তাঁরে ॥
এ ভব আঁধারে, জানিল যে তাঁরে
লভিল সে নিস্তার।
না জানিল যদি, নাহিরে অবধি
তাহার দুর্দশার ॥
জীবে জীবে ধীর, মন করি স্থির,
তাঁহারে করিয়া ধ্যান,
মর্ত্ত্য লোক ছাড়ি, মৃত্যু ফেলে ঝাড়ি,
অমৃত করিয়া পান ॥

পঞ্চম অধ্যায়

জগত সংসার মাঝে যা কিছু যেথায়
সমস্ত করিছে বাস ঈশের ছায়ায় ॥
তিনি যাহা দিয়াছেন কর তাহা ভোগ।
পরধনে লোভ করি বাড়া'য়ো না রোগ ॥
স্থির তিনি এক জগত স্বামী
অথচ মনের অগ্রগামী ॥
ইন্দ্রিয় মন যে যত ধায়,
কেহ না তাঁহারে নাগাল পায় ॥
স্বস্থানে থাকি বিরাজমান
দ্রুতগামী সবে ছাড়া'য়ে যা'ন ॥
অচল অটল সেই ব্রহ্মে করি ভর,
প্রাণীদের প্রাণ বায়ু বহে নিরন্তর ॥
করেন নিখিল কার্য্য ত্রিভুবন নাথ,
অথচ না দে'ন তিনি কোনো কাজে হাত ॥
দূরে তিনি, কাছে তিনি আঁখির গোচরে।
অন্তরে বাহিরে তিনি সর্ব্ব চরাচরে ॥
সর্ব্বভূত দেখে যেই পরম আত্মায়,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, কিছু না লুকায় ॥

সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র সারাৎসার।
নাহি শিরা নাহি ব্রণ নাহি দেহ তাঁর ॥
শুদ্ধ তিনি নিরঞ্জন, নাহি পাপ-লেশ।
মনের নিয়ন্তা. কবি, স্বয়ম্ভূ মহেশ ॥
অগণন প্রজাতন্তু নিত্য বহমান—
সবার করেন তিনি ব্যবস্থা বিধান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্ত করি সমাধান একাগ্রতা সহ.
পরম পুরুষ ব্রহ্মে জানিতে ইচ্ছহ ॥
ব্রহ্মে যেই জানে সেই নিত্যধন লভে,
যাহার সদৃশ আর কিছু নাই ভবে ॥
আছেন পরম ব্যোমে ব্রহ্ম সে অনন্ত।
সত্য তিনি, জ্ঞান তিনি, জাগ্রত জীবন্ত।
তাঁহারে যেজন জানে করিয়া সাধনা,
ভুঞ্জয়ে তাঁহার সাথে সমস্ত কামনা ॥
যাঁহার জ্ঞানের নাই কোনো ঠাঁই সীমা ;
ভূলোক দ্যুলোক মাঝে যাঁহার মহিমা ;
তাঁহারে জানিয়া ধীর, হেরে অদ্বিতীয়
আনন্দ অমৃত রূপ অনির্ব্বচনীয় ॥

বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম হিরণ্যগুহায়
কি যে সে জ্যোতির জ্যোতি অকলঙ্ক ভায়—
যত যেথাকার জ্যোতি সবে হারি মানে।
আত্মারে যে জানিয়াছে সেই তাহা জানে॥
না ভায় সেখানে সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারা।
না ভায় চপলা সেথা, চমৎকারাকারা॥
কোথা লাগে অগ্নি! তাঁরি প্রকাশের পিছু
প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যাহা কিছু॥
নিখিল জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে;
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে॥
জানে যে, সে রহে তাঁর প্রেমে নিমগন।
কহে না একটি কোনো বিরুদ্ধ বচন॥
আত্মাতে যাঁহার কেলি, আত্মাতেই রতি;
কর্ত্তব্য-সাধনে যিনি নিরন্তর ব্রতী;
যিনি জ্ঞানী, যিনি প্রেমী, যিনি ক্রিয়াবান্,
ব্রহ্মজ্ঞ ধীরের মাঝে তিনিই প্রধান॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁর অচিন্ত্য মহান্।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, কে পায় সন্ধান॥
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়া'য়ে আকাশ।
দেখে যে, তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ॥
চক্ষু নাহি যায় সেথা বাক্য না যোগায়।
কোনো ইন্দ্রেয়েই তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥

বিশুদ্ধ যাঁহার মন জ্ঞানের প্রভায়,
ধ্যান ধরি সেই তাঁরে দেখিবারে পায় ॥

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বর গণের তিনি পরম ঈশ্বর।
দেবতার দেবতা পরম পরাৎপর ॥
সকল পতির পতি একমাত্র সেই।
আরাধ্য দেবতা তিনি, জানি মোরা এই ॥
ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই নাহি তাঁর দেহ।
সমান বা অধিক নাহিক তাঁর কেহ ॥
মহতী শকতি তাঁর, বিচিত্র বিভব।
জ্ঞান-ক্রিয়া বলক্রিয়া অযত্ন-সুলভ ॥
নাহি পিতা নাহি পতি, নাহি তাঁর অধিপতি,
নাহি কোনো অবয়ব-চিহ্ন।
নিখিল ভব-সংসার আশ্চর্য্য রচনা তাঁর ;
কারণ কে আর তিনি ভিন্ন ॥
কাহারো নহেন বশে, চালান ইন্দ্রিয়-দশে,
নিবসেন হৃদয়ে সদাই।
সাধিয়া একাগ্র মনে, তাঁহারে যাঁহারা জানে
তাঁহাদের মৃত্যু কভু নাই ॥

গভীর গুহায় লীন, দরশন সুকঠিন,
আদি-দেব, তাঁহারে যে ভজে—
লভিয়া অধ্যাত্ম-যোগ, করয়ে আনন্দ-ভোগ,
হর্ষ-শোক এড়ায় সহজে ॥

যে জানে মনের মন, নয়নের নয়ন,
শ্রবণের শ্রবণ প্রাণের প্রাণ ;
জানিয়াছে, সেই জন, ব্রহ্ম সনাতন ,
আদি-দেবতা সেই বিভু মহান্ ॥

প্রতিমা তাঁহার নাই কোথাও কোনো ঠাঁই ;
জ্ঞানের একই কথা জানিবে শুভ ;
নানা কহে নানা লোকে, প্রকাশে জ্ঞানালোকে
বিরজ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুব ॥

অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল সম্বৎসর,
করে নিরন্তর প্রদক্ষিণ ॥
তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান, অমৃত, সাক্ষাৎ প্রাণ !
পূজয়ে দেবগণ তন্দ্রাহীন ॥

নিখিল ভুবন তিন, তাঁহার নিয়মাধীন ;
সর্ব্বজগতের অধিপতি ।
সাধু হ'লে ব্যবহার বাড়ে না কিছুই তাঁর
অসাধুতে নাহি তাঁর ক্ষতি ॥

সকলের অধীশ্বর পালিছেন চরাচর ;
লোকসজ্ঘ যতেক নিখিলে—
সব হ'ত ছিন্ন ভিন্ন, থাকিত না কোন চিহ্ন,
তিনি সে না ধরিয়া থাকিলে ॥
প্রাণ মন সব-সাথে, রয়েছে ইহাঁর হাতে,
অন্তরীক্ষ দ্যুলোক অবনী।
ইহাঁকেই জানো সার, ছাড়ো বাক্য আর আর,
ইনি মাত্র অমৃতের খনি ॥

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সর্ব্বজ্ঞ চেতন
কেথা হৈতে কে যেন—এমন কেহ ন'ন ॥
সূক্ষ্ম তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহে করি ভর
বর্ত্তিছে নিয়ত এই বিশ্বচরাচর ॥
তিনি সত্য ; তিনিই অমৃত ; শর-সম—
বসাও তাঁহাতে মন, প্রিয়-শিষ্য মম ॥
ধনু ওঁ ; শর আত্মা—আছে তব ঠাঁই।
লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ; তাঁরে, বিদ্ধ করা চাই ॥
না হেলি, না টলি, মন করিয়া একাগ্র,
নিবাত-নিষ্কম্প যেন দীপের শিখাগ্র,
সন্ধান করিবে আত্মা পরম আত্মায়,
তন্ময় হইয়া যাবে তখন সে তাঁয়।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমভূমি ঠাঁই।
বালুকা কঙ্কর কিম্বা অগ্নি যেথা নাই ॥

বিহঙ্গ-কূজিত বৃক্ষ, সুশীতল-চ্ছায় ।
জলাশয় সম্মুখে, ও পার দেখা যায় ॥
ত্রিসীমায় নাহি কোনো নয়নের জ্বালা ।
সুবায়ু-সেবিত গুহা নিভৃত নিরালা ॥
দেখি ল'য়ে হেন এক মনোমত স্থান ।
ব্রহ্মে করিবে সাধক আত্ম-সমাধান ॥
উন্নত করি বক্ষ শির
শরীর করিয়া ঋজু স্থির ;
বাহির হইতে আনিয়া ডাকি,
ইন্দ্রিয় মন হৃদয়ে রাখি ;
ব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
তরিবে সাগর ভয়ঙ্কর ॥

অষ্টম অধ্যায়

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্ব্বত আনন ।
সর্ব্ব-দিকে বাহু তাঁর সর্ব্বত চরণ ॥
পক্ষি-দেহে দিলা পক্ষ, নর-দেহে হস্ত ।
রচিলা দ্যুলোক মহী একাকী সমস্ত ॥
সর্ব্বত চরণ হস্ত, নিখিল কাজে ব্যস্ত,
সর্ব্বত শিরোমুখ, সর্ব্বত কাণ ।

চরাচর সমুদায়, ব্যাপিয়া মহিমায়,
আপনি আপনায় বিরাজমান ॥
নিখিল মুখ মস্তক মিলিয়াছে তাঁয়।
সর্ব্বহৃদে নিবসেন, নিভৃত গুহায় ॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সে যে ভগবান্।
মহান্ অপরিসীম, মঙ্গল-নিধান ॥
হস্ত তাঁর নাই কিন্তু করেন গ্রহণ।
পদ নাই—করেন সর্ব্বত্র বিচরণ।
চক্ষু নাই, দেখেন সমস্ত আগু পিছু।
কর্ণ নাই, শোনেন—যে কহে যা কিছু ॥
পূর্ব্বতন ঋষিগণ ব'লেছেন তাই—
মহান্ পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই ॥
প্রসুপ্ত-মাঝে, একাকী, যিনি জাগিয়া থাকি
গঠেন নিতি নিতি যার যা চাই;
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার, সরব-মূলাধার,
তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই ॥
আশ্চর্য্য তাঁহার ভাব নাহি যায় কহা।
অণু হইতেও অণু মহা হৈতে মহা ॥
নিবসেন হৃদি মাঝে নিভৃত গুহায়।
কর্ম্মফল, ভোগ-স্পৃহা, পরশে না তাঁয় ॥
দেখে যে সে পরাৎপরে, দেখে যে মহিমা,
তার আনন্দের নাই সীমা পরিসীমা ॥

আলোক দেখিয়া তার খুলি যায় চোক।
হৃদয়-মাঝারে আর নাহি রহে শোক ॥
এক তিনি অন্তরাত্মা বশী সবকা'র।
এক হৈতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপার ॥
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে সঁপিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত সুখ, অন্যের তা নয় ॥
অনিত্য সংসার মাঝে এক তিনি নিত্য।
তাঁহারি চেতনে চেতে জগজন-চিত্ত ॥
একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই।
বিধান করেন আর সেই অনুযাই ॥
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে সঁপিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত শান্তি অন্যের তা নয় ॥
হৃদয়ের গাঁট হ'লে ভেঙে চুরমার,
মর্ত্ত্য সে অমর হয়, কহিলাম সার ॥

নবম অধ্যায়

ভর করি একই শাখী, সুন্দর দুটি পাখী,
দোঁহে দোঁহার সখা, ভবের ক্ষেত্রে!
সুখে হ'য়ে ঢলঢল্, একটি খায় ফল,
আরেকটি না খাইয়া নিরখে নেত্রে ॥

প্রভু আছে একই গাছে, তারে না দেখি কাছে
কাঁদয়ে জীব-পাখী বারম্বার।
প্রভুরে স্বমহিমায়, যবে দেখিতে পায়,
আনন্দ নাহি ধরে তখন তা'র ॥
নবোদিত যেন রবি, হিরণ্ময় ছবি
দেখে যে হৃদাকাশে নয়ন মেলি।
শোক নাহি করে আর, লভয়ে নিস্তার,
নিখিল পুণ্য পাপ ঝাড়িয়া ফেলি ॥
নিরঞ্জন অলোহিত, শরীর-বিরহিত,
নিত্য পরাৎপরে জানে যে জন।
পৃথিবীর ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলে হাসি,
লভিয়া অবিনাশী পরম ধন ॥
নয়নে না ভায় রূপ, বচন হয় চুপ,
ভাবনা নাহি পায় চিহ্ন তাঁর।
আত্মাতে দেখাই সার, ভবের কর্ণধার
শান্ত শিব অদ্বিতীয় সারাৎসার ॥
পুত্র হ'তে প্রিয় ইনি বিত্ত হ'তে প্রিয়!
নিখিল ভব-সংসারে যত রমণীয়
যা' কিছু, সকল হ'তে ইনি প্রিয়তম—
এই যে অন্তরতম আত্মা অনুপম ॥
অন্যে যদি প্রিয় বল', সে প্রিয় তোমার
রহিবেনা চিরদিন, কহিলাম সার ॥

আত্মাকেই উপাসিবে প্রিয় বলি জানি
তোমার প্রিয়ের তবে হইবে না হানি ॥
আতমা'রে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি।
শোনা চাই গুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি ॥
মনো মাঝে ভাবা চাই তাঁরে অহরহ।
ধ্যান করা চাই তাঁরে একাগ্রতা-সহ ॥
এই সে আত্মা করেন সর্ব্বত্র বিরাজ,
সকলের অধিপতি রাজ-অধিরাজ ॥
চক্রের নাভিতে আর বেষ্টন-বলয়ে,
অরাবলি রহে যথা অটল-আশ্রয়ে,
তেমনি যতেক জীব, যত বৃক্ষলতা,
যত লোক লোকান্তর, যতেক দেবতা,
পরমাত্মা আর তাঁর নিয়মের বলে
রহিয়াছে যথাস্থানে, তিলেক না টলে ॥
চিরন্তন ব্রহ্ম তিনি আমা-সবা'কার,
পুনঃ পুনঃ তাঁরে আমি করি নমস্কার ॥
হে অনাদি! ব্যাপি আছ নিখিল গগন।
তোমা হৈতে হইয়াছে সমস্ত ভুবন ॥
জেনেছি তাঁহারে এই মর্ত্ত্যে করি বাস।
না জানিলে হইত কী মহান্ বিনাশ!
ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন ॥

সকল হইতে উচ্চ সকলের আদি
নাহি রূপ নাহি শোক নাহি তাঁর ব্যাধি ॥
ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন ॥
বৃহৎ, সবার উচ্চ, ব্রহ্ম এক মাত্র।
নিবসেন সর্ব্বভূতে, যে যেমন পাত্র ॥
আছেন বেষ্টন করি জগৎ সংসার।
তাঁহারে যে জন জানে মৃত্যু নাহি তার ॥
যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আগুন।
সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত।
সবার শরণ তিনি সবার সুহৃৎ ॥
অখণ্ড অব্যয় জ্যোতি পূর্ণ পরাৎপর।
শান্তির নিদান তিনি ধর্ম্মের আকর ॥

দশম অধ্যায়

ওঁ বলিতে বুঝায়—ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব-মূলাধার।
অগনন দেবতা ইঁহারে দেয় পূজা উপহার ॥
মধ্যে সেই দেব-দেব, ত্রিভুবনে মহিমা না ধরে।
উপাসিছে সকল দেবতা তাঁরে প্রেমভক্তি ভরে ॥

ওঁ বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার,
কুশলে তরিয়া যাও ঘোর অন্ধকার ॥
ওঙ্কার সাধিয়া জ্ঞানী লভে সেই শান্তির সাগর
অজর অমর ব্রহ্ম অভয় পরম-পরাৎপর ॥
সেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞানশক্তিময়—
সেই দেবতার সুমঙ্গল জ্যোতি অমৃত-নিলয়—
ধ্যান করি ; ঘুচাইয়া যিনি হৃদয়ের অন্ধকার
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমাসবাকার ॥
ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না
আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি—
এমন না হয় যেন কভু ॥
পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তাঁরে।
মৃত্যু, ব্যথা না দিক্ তোমা-সবারে, এঘোর সংসারে ॥
যে দেবতা জলে, যিনি দীপ্ত হুতাসনে ;
প্রবিষ্ট আছেন যিনি সমস্ত ভুবনে ॥
যে দেব অশ্বত্থ-বটে, ধান্যে তৃণে আর ;
বারবার তাঁরে আমি করি নমস্কার ॥

—

একাদশ অধ্যায়

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাহি তাঁর।
অক্ষয় অনাদি নিত্য অনন্ত অপার ॥
মহতের মহৎ অচল-সম স্থির।
এড়ায় মৃত্যুর মুখ তাঁরে জানি ধীর ॥
সবার অন্তরে তিনি আছেন নিগূঢ়।
দেখিতে না পায় তাঁরে জ্ঞান-হীন মূঢ় ॥
সূক্ষ্মদর্শী সাধকের সুগভীর জ্ঞানে
দেখা দে'ন যবে তিনি, সেই তাঁরে জানে ॥
ভাল ভাল কথা কেবল হাওয়া।
তাহাতে তাঁহারে না যায় পাওয়া ॥
থাকিলে কি হয় ধারালো মেধা।
তাহাতে না যায় লক্ষ্য বেঁধা ॥
অনেক ক'য়েছে অনেক মুনি।
পাওয়া নাহি যায় শ্রবণে শুনি ॥
ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁরে চায়,
তাঁহারি কৃপায় তাঁহারে পায় ॥

আর সব কথা হইলে চুপ,
প্রকাশেন তিনি আপন রূপ ॥
ওঠো! জাগো! উত্তম আচার্য্যে ধর গিয়া—
লভ জ্ঞান, অরে! মোহ নিদ্রা তেয়াগিয়া ॥
বলেন সাধক যাঁরা সিদ্ধ-মনোরথ,
ক্ষুরের ধারের মতো দুর্গম সে পথ ॥
এই সে অনাদি ব্রহ্ম অমৃত অভয়।
ইঁহারে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয় ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ র'য়েছেন শূন্যের উপরে।
নিখিল ভুবন পূর্ণ সেই এক মহান্ ঈশ্বরে ॥
বাস-বৃক্ষে যেমন বিহঙ্গকুল, শুন প্রিয় শিষ্য,
তেমনি পরম আত্মাতে করে ভর—চরাচর বিশ্ব ॥
এক দেব গূঢ় তিনি সকল বস্তুতে।
অন্তরাত্মা বিভু নিবসেন সর্ব্বভূতে ॥
চক্ষের উপরে তাঁর রয়েছে সমস্ত।
যেথায় যা কিছু হয়—সবে তাঁর হস্ত ॥
ব্যাপিয়া আছেন তিনি নিখিল ভুবন।
নির্গুণ নিঃসঙ্গ তিনি জাগ্রত চেতন ॥

আলো করি দশ দিক্ সহস্র কিরণে,
প্রকাশে যেমন ভানু গগন প্রাঙ্গনে,
উজলিয়া সমস্ত তেমনি ভগবান্
প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান ॥
উঠুক্ বা মহাব্যোমে হইয়া উধাও,
ছুটুক্ বা পার্শ্ববাগে, মধ্যে বা কোথাও,
কোনো ঠাঁই মন তাঁর নাহি পায় সীমা !
নাম তাঁর মহদ্‌যশ, নাহিক প্রতিমা ॥
রূপ নাহি ভায় দরশ-ক্ষেত্রে
কেমনে তাঁহারে দেখিবে নেত্রে !
সংযত করি মনঃ প্রাণ
জানে যে তাঁহারে শ্রদ্ধাবান্,
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুঃখ শোকে
অমর সে হয় মর্ত্ত্যলোকে ॥
অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায়।
শুনিয়াও অনেকে জানে না তাঁরে—হায় ॥
আশ্চর্য্য সে, তাঁর কথা কহিতে যে পারে।
নিপুণ সে অতিশয়—লভে যে তাঁহারে ॥
আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞাতা ; শিক্ষা লভিয়াছে
কী না জানি সুনিপুণ আচার্য্যের কাছে ॥
মূঢ়মতি যত সব, বালকের প্রায়,
বিষয়-মৃগতৃষ্ণার পাছু পাছু ধায় ॥

চারিদিকে মৃত্যুপাশ ভয়ঙ্কর অতি,
তাহা তারা নহি জানে—পড়ি যায় তথি ॥
অমৃত যে কি বস্তু—জানিয়া ধীর সবে,
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে ॥
অমর না হই যাতে কি করিব তা'তে।
তেঁই ডাকিতেছি আমি ত্রিভুবন-নাথে ॥
অসৎ হইতে মোরে ল'য়ে যাও সতে।
আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে ॥
মৃত্যু হ'তে আমায় অমৃতে ল'য়ে যাও।
হে নাথ—করুণা-সিন্ধু! মোরে দেখা দাও ॥
হে রুদ্র! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি
রক্ষা কর মোরে সদা করি এ মিনতি ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সত্যেরই—সত্যেরই—জয়, কভু না মিথ্যার।
কায়-মনঃ-প্রাণে কর সত্য-পথ সার ॥
সত্যের প্রকাশে যার বিকাশে চেতন,
লভে সে পরম ধন সত্য সনাতন ॥
চলিতেন ঋষিগণ ধরি সত্য-পথ,
হইয়াছিলেন তাই সিদ্ধ-মনোরথ ॥

—মহান্ আত্মার সেই পাইয়া সন্ধান,
সকল সত্যের যিনি পরম নিধান ॥
মনঃপ্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ম্ময় অমৃতপুরুষ—
অন্তরে বাহিরে দেখে যতিসবে বিগত-কলুষ ॥
দেবতাগণের তিনি অধিপতি; লোকলোকান্তর
অসংখ্য অপরিমেয় সকলি তাঁহাতে করে ভর ॥
মহান্ আতমা তিনি জনম-বিহীন নিরাধার।
সুর নর পশু পক্ষী—সবে চলে নিয়মে তাঁহার ॥

তাঁরে কেহ দেখিতে না পায়।
তিনি দেখিছেন সমুদায় ॥
শুনিতে না পায় কেহ তাঁরে।
শুনিছেন তিনি সবাকা'রে ॥

ভাবিয়া তাঁহার কেহ নাহি পায় অন্ত।
চরাচর বিশ্ব তাঁর ভাবনা জীবন্ত ॥
তাঁহারে জানে না কেহ এ তিন ভুবনে।
সমস্ত ভুবন তাঁর নখ-দরপণে ॥
'এ না' 'এ না,' 'এ না' বলি ক্ষান্ত হয় বাণী।
পিছায় ইন্দ্রিয় মন পরাভব মানি ॥
সর্ব্ব-অধিপতি তিনি সবা'র ঈশ্বর।
রেখেছেন শাসনে নিখিল চরাচর ॥
একজন ফল-ভুক্, ফলদাতা অন্য।
বুদ্ধির গভীরে দোঁহে একত্র নিষণ্ণ ॥

কিবা জ্ঞানী কিবা কর্ম্মী—কহে বারে বারে,
ছায়া-আতপের ভেদ দোঁহার মাঝারে ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনাদি অনন্ত যিনি মহান্
তিনিই সুখ-রূপ।
অল্পে কভু নাহি সুখ!
কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ!
ভূমাই কেবল সুখ;
ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়।
কোথায় আছেন সেই ভগবান্?—
নিজ মহিমায়!
উচ্চে তিনি মহাব্যোমে,
নিচে তিনি পাতাল-গহ্বরে।
পশ্চাতে সম্মুখে তিনি বিরাজেন,
দক্ষিণে উত্তরে ॥
ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ভগবান্।
আজ'ও তিনি, কাল'ও তিনি, চির-বর্ত্তমান ॥
অদৃশ্য থাকিয়া যিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ
বিচিত্র শকৃতি যোগে করিছেন একাকী-নির্ব্বাহ;

আদি অন্তে মাঝখানে ব্যাপ্ত যিনি জগতসংসারে ;
শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা সবাকারে ॥
সংসার, আকৃতি, কাল, সমস্তের তিনি পরপার।
ফিরিছে বিশ্বভুবন নিরন্তর শাসনে তাঁহার ৷

ধর্ম্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন।
ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বিশ্ব-বিধরণ ॥
অমৃত আনন্দ তিনি আত্মার আধারে।
মহাশান্তি লভে জীব জানিয়া তাঁহারে ॥
ত্রিভুবন-কর্ত্তা তিনি ত্রিভুবন-জ্ঞাতা,
আত্মার কারণ তিনি কালের বিধাতা ॥
গুণের নিয়ন্তা তিনি গুণের নিধান।
চেতনাচেতন-পতি সর্ব্বজ্ঞ মহান্ ॥
স্থিতি গতি মুক্তি আর সংসার বন্ধন,
যাহাকিছু, সমস্তের তিনিই কারণ ॥

জ্ঞানময়, অমৃত, ব্যপিয়া সর্ব্বদেশ
বিরাজেন বিশ্বপাতা অটল মহেশ ॥
তাঁহারি শাসনে ফিরে ভুবন মণ্ডল।
নিয়ন্তা এ জগতের তিনিই কেবল ॥

আত্মজ্ঞান-প্রকাশক সেই দেব চরাবর-স্বামী।
শরণ লইনু আমি তাঁর পদে, হয়ে মুক্তিকামী ॥

সেই এই ব্রহ্মের আরেক নাম সত্য।
তাঁহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ত্ব ॥

নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন।
দীপ্ত হুতাশন তিনি কলুষ-দমন ॥
না হয় সংসার, ভেঙে চুরমার,
না টলে শশী আদিত্য।
বাঁধ হ'য়ে তিনি গগন-মেদিনী
ধরিয়া আছেন নিত্য ॥
না রাত্রি, না দিবস, না শোক, না বিষাদ,
না জরা, না মৃত্যু পারে লঙ্ঘিতে সে বাঁধ।
যেই আত্মা অজর অমর বীতপাপ ;
নাহি যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাহি শোকতাপ ;
যা ইচ্ছেন, যা ভাবেন, সত্য সে তাহাই ;
অন্বেষিয়া সযতনে তাঁরে জানা চাই ॥
অন্বেষিয়া যেই জানে বহু পুণ্য-ফলে,
ত্রিজগৎ পায় সে আপন করতলে ॥
ধন্য হয় লভিয়া পরম পুরুষার্থ।
সকল কামনা তার হয় চরিতার্থ ॥
নাম তাঁর আকাশ! কি নাম দিব আর!
নিখিল নাম-রূপের তিনি মূলাধার ॥
যাঁহার নাহিক রূপ, নাহি যাঁর নাম,
তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, শান্তিধাম ॥
না বাক্যে না মনে তাঁরে কেহ পায়, না চক্ষে নেহারে।
"আছেন" ব্যতীত আর কি বলিয়া নির্দেশিব তাঁরে ॥

যে দেখে পরমাত্মারে জাগ্রত জীবন্ত,
নিয়ন্তা ভূত-ভব্যের অনাদি অনন্ত,
তাঁ-হ'তে কিছু সে আর না করে গোপন।
কায়মনবাক্যে সঁপে তাঁহাতে জীবন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পাপ-আচরণ হ'তে না হইলে ক্ষান্ত ;
না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত ;
হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল-কামনায় ;
জ্ঞান-বলে শুধু তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥
শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য-মাঝারে।
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে॥
শ্রেয় যে গ্রহণ করে বিপত্তি এড়ায়।
প্রেয় যে বরণ করে, সর্ব্বস্ব হারায়॥
যে যা করে, সে তা হয় ; উল্টে না কদাপি।
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী॥
পুণ্য-আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়।
পাপ-আচরণে হয় পাপের আলয়॥
বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্টঅশ্ব যেন সারথীর॥

যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব ॥
জ্ঞান-শূন্য, সদা অন্য-মনস্ক, অশুচি যেই জন,
না লভে সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই হয় নিমগন ॥
বুদ্ধিমান্ যে জন, সংযতচিত্ত, পুণ্য-মুখদ্যুতি,
লভে সেই ব্রহ্মপদ, যাহা-হৈতে না হয় বিচ্যুতি ॥
বুদ্ধি যার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার,
সেই লভে ব্রহ্মের পরম পদ, সংসারের পার ॥
ব্রহ্মের পরম পদ, দেখে তত্ত্ব-বিশারদ
সুবিদ্বান্ পণ্ডিত সকলে।
দেখে যথা পুরবাসী বিস্তৃত আলোকরাশি
আঁখি মেলি গমন-মণ্ডলে ॥
মোহান্ধ অজ্ঞানী সবে
হেতা হৈতে যায় যবে চলি।
লভে নিরানন্দ লোক, অন্ধকার যেথায় সকলি ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শান্ত দান্ত হ'য়ে, শীত উষ্ণ স'য়ে,
ঠেলিয়া ফেলিয়া বিষয়-কাম ;

হ'য়ে সমাহিত, ধীর ব্রহ্মবিৎ,
আত্মাতে দেখেন আত্মারাম ॥
পাপ না ইহাঁকে স্পর্শে,
পাপের এড়া'ন ইনি হস্ত।
পাপ না ইহাঁকে দহে,
পাপ-রাশি দহেন সমস্ত ॥
নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত, ব্রহ্মপরায়ণ,
শ্রদ্ধা-ভক্তি সমন্বিত, ইনিই ব্রাহ্মণ ॥
পাইয়া আনন্দময়ে ভাসেন আনন্দে।
পাপ তাপ শোক মোহ তরেন সচ্ছন্দে ॥
হৃদয়ের গাঁট হ'তে লভিয়া নিস্তার,
করেন অমৃত হ'য়ে অমৃতে বিহার ॥
সত্য কভু ছাড়িবে না, ছাড়িবে না ধর্ম্ম।
ছাড়িবে না কদাচন শ্রেয়স্কর কর্ম্ম ॥
সত্য কহ; ধর্ম্ম আচরণ কর; ধর্ম্মই অমৃত।
সমূলে শুখায় ছিন্ন তরু সম, যে কহে অনৃত ॥
যা দেও যাহাকে, দিবে—হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্।
অশ্রদ্ধা সহিতে দিলে ব্যর্থ হ'বে দান ॥
মাতাকে পিতাকে আর গুরুকে সতত,
দেখিবে পরম পূজ্য দেবতার মত ॥
অনিন্দিত সেই কর্ম্ম, করিবে তাহাই।
অন্য কাজে মনোমাঝে নাহি দিবে ঠাঁই ॥

সদাচার আমাদের যাহা দেখ শোন',
তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্য কোন' ॥
এই সব উপায়ে যতে যে জ্ঞানবান্,
তাঁর আত্মা ব্রহ্মধামে করয়ে প্রয়াণ ॥
শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান,
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্—
আদিত্য বরণ, তিমিরের পার ! তাঁরে জানিয়াই
মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥
আপনাতে ভর করি রয়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য।
ইহাঁরে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,
প্রশান্ত, কৃতার্থ-মনা, বীতরাগ, বিষয়-নির্লিপ্ত,
সর্ব্বত দেখিয়া সেই সর্ব্বাধারে, হ'য়ে যোগযুক্ত,
প্রবিশেন সর্ব্ব ঘটে, বিষয়-বন্ধন-নিরমুক্ত ॥
জীবাত্মা বিজ্ঞানময় সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে,
জীব জন্তু সবে আর, ভর করি রহিয়াছে যাঁতে,
সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে—জানে সব সত্য
সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব ॥
তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্.
তিনিই আকাশে এই, তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান।
তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায়।
নিস্তারের নাহি আর কোনহ উপায় ॥

ব্রাহ্মী উপনিষদ্ বলিনু এই—বলিনু তোমারে
ব্রাহ্মী উপনিষদ্, অভয় ভেলা ভব-পারাবারে ॥
উপনিষদের সার ব্রহ্ম অন্তর্যামী।
কর-যোড়ে বার বার নমি তাঁরে আমি ॥
বাক্য, বল, প্রাণ, আর, যতেক অঙ্গ আমার
চক্ষু কর্ণ শিরোমুখ হস্ত ;
বিতরি সন্তাপহারী সুবিমল শান্তি-বারি,
পরিতৃপ্ত করুন্ সমস্ত ॥
ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না, আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি, এমন না হয় যেন কভু ॥ *
সেই সে আত্মা নিখিল-স্বামী ;
নিয়ত তাঁহাতে নিরত আমি ॥
যতেক ধর্ম্ম ধরে উপনিষদ্ শ্লোক,
আমাতে হো'ক্ সব আমাতে হো'ক্ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিষ্য-প্রতি আচার্য্যের এই উপদেশ, শুন সবে—
গৃহিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে ॥
সাবধানে আচরিবে গৃহস্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম।
সঁপিবে পরম ব্রহ্মে অনুষ্ঠিত যত কিছু কর্ম্ম ॥
পিতা আর মাতাকে সাক্ষাৎ জানি দেবতা প্রত্যক্ষ,
করিবে দোহাঁর সেবা, কায়-মনে, তনয় সুদক্ষ ॥
শুনাবে মৃদুল বাণী, প্রিয় আচরিবে অহরহ।
সৎপুত্র কুলপাবন হইবে দোঁহার আজ্ঞাবহ ॥
মাতাই পরম গুরু, অন্য-সনে তুলনা-রহিতা।
পৃথ্বী হ'তে গুরু মাতা, আকাশ হইতে উচ্চ পিতা ॥
যেই ক্লেশ সহেন গো পিতা-মাতা সন্তানের তরে,
সুধিতে না পারে তাহা কোন জন শতেক বৎসরে ॥
জেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাসম, ভার্য্যাপুত্র শরীর আপন।
দাসবর্গ ছায়াসম, কন্যাগুলি কৃপার ভাজন ॥

ইহাদের কারো উপদ্রবে কভু হ'লে জ্বালাতন,
সহিবে ধৈরজ ধরি, বিচলিত করিবে না মন ॥
অতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোন জনে।
ধরি এই মর্ত্ত্য দেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যত দিন না হয় বিবাহে বাঁধা, অর্দ্ধ থাকে নর।
বালকে না হ'লে ভরা, শ্মশানের মতো হয় ঘর ॥
সন্তানের জননী বলিয়া ভার্য্যা, সম্মানের পাত্রী,
পূজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি, মঙ্গলের ধাত্রী ;—
দেখিলে ঘুচিয়া যায় নয়নের খেদ !
স্ত্রীয়ে আরে শ্রীয়ে নাই অনুমাত্র ভেদ ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বিবাহিবে নর সুশীলা সরলা !
মূল্যে কেনা যেই কন্যা পত্নী তারে নাহি যায় বলা।
পরস্পর ব্যভিচারী হইবে না থাকিতে জীবন ;—
স্ত্রীপুরুষ-মাঝারে ইহাই জেনো ধর্ম্ম সনাতন ॥
দোঁহা-প্রতি দোঁহে সদা সেইরূপ করিবে যতন,
বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাতে অন্য-পানে নাহি টলে মন।
স্বামীতে সন্তুষ্ট জায়া, জায়াতে সন্তুষ্ট আর পতি ;
হেন সুখাবহ গৃহ কল্যাণের চির-নিবসতি ॥

সে-ই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা,

সে-ই ভার্য্যা যে পুত্রকন্যাবতী ;

শুদ্ধ মনে সতত যে শুনি চলে, যাহা বলে পতি ॥

যাহা-তাহা ভাষিবে না, করিবে না কলহ বিবাদ।

অতিব্যয়ী হইবে না, ধর্ম্ম-অর্থে সাধিবে না বাদ ॥

পতির মঙ্গল আর প্রিয়কার্য্যে সতত নিযুক্তা ;

সদাচার যে নারী সংযতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বদোষ-মুক্তা ;

সেই নারীরত্ন তিনকুলের উজ্জ্বল করে মুখ।

ইহলোকে লভে কীর্ত্তি, পরলোকে অনুপম সুখ ॥

পতিবাক্য শুনি চলা স্ত্রীজাতির পরম ধরম।

সাধ্বী সতী জায়া ত্যজি, পতি হয় পাপীর অধম ॥

স্ত্রীজনের গাত্রে যেন দুঃসঙ্গের না লাগে পরশ ;

কাঁদায় উভয় কুল, লোকে যদি রটে অপযশ ॥

কি করিবে অবরোধ ! অরক্ষিতা চির অরক্ষিতা।

আপনাকে আপনি যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা ॥

অগ্রজের যিনি ভার্য্যা, গুরু-পত্নী যেন আর্য্যা—

দেখিবেন তাঁরে ছোট ভাই।

কনিষ্ঠের ভার্য্যা যিনি, পুত্রবধূ-সমা তিনি

অগ্রজের ; ইহা জানা চাই ॥

তৃতীয় অধ্যায়

স্ত্রী-পুত্র পালিবে গৃহী যত্ন সহকারে।
বিদ্যাভ্যাস করাইবে পুত্র সবাকারে॥
স্বজন-বন্ধু-বান্ধব করিবে পোষণ।
গৃহীর জানিবে এই ধর্ম্ম সনাতন॥
কন্যাকেও যতনে শিখাবে বিদ্যা,
পালিবে আদরে।
ধন-রত্ন সহিতে সঁপিয়া দিবে সুপণ্ডিত বরে॥
যেমন পতির হাতে পড়ে নারী, তেমনি সে হয়।
সমুদ্রে পড়িলে নদী, হ'য়ে যায় লবণাম্বুময়॥
জানে না স্বামী কি বস্তু,
স্বামি-সেবা জানে না কেমন ;
ঘুণাক্ষরে জানে না
কাহারে বলে ধরম-শাসন ;
হেন যে দুহিতা জ্ঞান-বিরহিতা বালিকা নিতান্ত ;
তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা র'বে ক্ষান্ত॥
স্থির করিবার কালে বিবাহের পাত্র,
পণ না লইবে পিতা কপর্দ্দক মাত্র॥
লোভের পড়িয়া টানে লয় যদি পণ,
কন্যা-বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগণ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শুক্ল কেশ যাহার সে নহে বৃদ্ধ ;
দেবতা সকলে
তাহারেই জানে বৃদ্ধ—
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে ॥
মৌনে মুনি না হয়,
না হয় মুনি জটাজূট-ভারে।
আপনারে পছানে যে বিচক্ষণ,
মুনি বলি তারে ॥
আপনারে করিবে না হেয় জ্ঞান
ধনহীন বলি'।
আমরণ শ্রী করিবে অন্বেষণ
বাধা বিঘ্ন দলি' ॥
আত্মবশ সবই সুখ
পরবশ দুঃখ অবিরাম।
সুখ দুঃখ কারে বলে
দু'কথায় বলিয়া দিলাম ॥
মূলক্ষয় করিবে না অতি লোভে,
মূল খোয়াইলে,
আপনি ডুবিবে, অন্যে ডুবাইবে,
বিপত্তি-সলিলে ॥

যৌবনেই ধর্ম্ম-ধন সঞ্চিবে,
জীবন অনিশ্চিত।
কে জানে কাহার আজ
মৃত্যুকাল হবে উপস্থিত ॥
সুচরিত্র সুশীল প্রসন্ন-মনা
আত্মজ্ঞ সুমতি,
ইহলোকে লভে মান
পরলোকে অনুত্তম গতি ॥
সত্য দান তপস্যা
এ তিন যার অঙ্গের ভূষণ ;
বাক্য মন বশে যার ;
সেই লভে ব্রহ্মনিকেতন ॥
প্রশান্ত যাহার মন ; ধর্ম্মে সদা রত ;
কাজ কর্ম্মে কাটে দিন যাহার নিয়ত ;
অধর্ম্মে সে নাহি করে হৃদয়ে পোষণ।
পাপে নাহি হয় কভু স্খলিত-চরণ ॥
ধর্ম্ম-অর্থে ঠেলিয়া যে ইন্দ্রিয়ের পাছু পাছু ধায়,
ধন প্রাণ, স্ত্রী পুত্র, শ্রী শোভা, সব, শীঘ্র সে হারায় ॥
বন্ধু সে-ই আপনার, আপনি, যে, আপনার হাতে।
বন্ধু শত্রু দুইই জেনো ফিরিছে আপন সাথে সাথে ॥
লভিয়া উত্তম জন্ম—ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব চমৎকার,
আত্মহিত যে না বোঝে, আত্মঘাতী সে একপ্রকার ॥

তেমতি করিবে কাজ, যৌবনের হইতে উন্মেষ,
সুখে যাতে কাটাইতে পার কাল শুক্ল হ'লে কেশ ॥
করিবে তেমনি কাজে সমস্ত জীবন অবসান,
সুখী হ'তে পার যাতে পর-লোকে করিয়া প্রয়াণ ॥
ইচ্ছিবে না মৃত্যু কভু, ইচ্ছিবে না পরমায়ু-ভোগ।
প্রতীক্ষা করিবে কাল ভৃত্য যথা প্রভুর নিয়োগ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রবাহিত রাখি হৃদে সন্তোষের নদী,
হইবে সংযত-চিত্ত সুখ চাও যদি ॥
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল।
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল ॥
মূর্খেরাই অসন্তোষে মনে দেয় স্থান।
সন্তোষ করেন সার যে জন ধীমান্ ॥
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস।
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস ॥
কাল চক্রে সুখ দুঃখ ঘুরে দিবারাতি।
সুখে ল'বে ক্রোড় পাতি, দুঃখ বুক পাতি ॥
আসে যায় সুখ দুঃখ নাহি রহে স্থির।
দুয়েরই বিহার-ভূমি মর্ত্ত্যের শরীর ॥

সুখ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় যা আসে যখন,
সেবিবে অজিত-চিতে তাহাই তখন ॥
অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে।
অপ্রিয়ে হ'বে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে ॥
করিবে না হাহুতাশ হ'লে অনটন।
ধর্ম্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন ॥
সন্তাপে শরীর হয় রোগের নিবাস;
রূপ যায়, বল যায়, বুদ্ধি পায় নাশ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আপন পৌরুষ কিম্বা যশের বিস্তার;
অন্যের কথিত কোন' গুপ্ত সমাচার;
সাধিত বা হয় যাহা পর-হিত তরে;
ধর্ম্মজ্ঞ না প্রকাশিবে কাহারো গোচরে ॥
সত্য, মৃদু, প্রিয়, হিতকর বাক্য, কহিবে সজ্জন।
আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা করিবে বর্জ্জন ॥
সত্যই যাহার ব্রত, পর দুঃখে মন যার গলে,
কাম ক্রোধ বশে যার, তিন লোক তার করতলে ॥
নিস্পৃহ যে পরধনে; পরদারে মন নাহি টলে;
দম্ভ-মাৎসর্য্য-বিহীন; তিন লোক তার করতলে ॥

যুদ্ধে যে না ভয় পায়, সংগ্রামে না পরাঙ্মুখ হয়,
ন্যায় যুদ্ধে মরেও যদি সে, করে তিন লোক জয় ॥
সত্য ক'বে, প্রিয় ক'বে ; নাহি ক'বে অপ্রিয় যে সত্য।
প্রিয় মিথ্যা না কহিবে ; সার এই ধরমের তত্ত্ব ॥
শরীরের শোধন সলিলে হয়, সত্যে শোধে মন।
বিদ্যা তপে শোধে আত্মা, জ্ঞানে হয় বুদ্ধির শোধন ॥
মনে ধরি এক ভাব, অন্য-ভাবে যে খেলে চাতুরী ;
কি না করে মহাপাপ চোর সে আপনে করে চুরি ॥
সত্য-সম ধর্ম্ম নাই, শ্রেষ্ঠ কিছু নাই সত্য হ'তে।
মিথ্যার মতন নাই হেয় বস্তু এ তিন জগতে ॥
প্রিয় হয় অর্থ দিয়ে, প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে।
অপ্রিয় হিতের, হায় কেহ নাই কহিএ শুনিএ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সাক্ষাতে যা দেখা যায়, শুনা যায়, সাক্ষ্য তা'রি নাম।
সত্য যদি কহে সাক্ষী, ধর্ম্মার্থ না হয় তারে বাম ॥
যা দেখেছ যা শুনেছ কহিবে তাহাই ঠিক্‌ঠাক্‌।
কিছুতেই সাক্ষীর নিস্তার নাই বিনা সত্য বাক্‌ ॥
সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া অন্তরাত্মা যাহার না ডরে।
তার মত শ্রেষ্ঠ নর দেবতারা জানে না অপরে ॥

মনে করিও না তুমি, ওহে বাপু "একা আছি আমি।"
মৌন থাকি, দেখিছেন—সব, বিভু অনতর-যামী ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

কল্যান বুঝিবে যাহা, তাহাই ধরিয়া র'বে আঁটি',
পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ, সদা র'বে খাঁটি ॥
অক্রোধে জিতিবে ক্রোধ, অসাধুতা সাধুত্বের গুণে।
অসত্য জিতিবে সত্যে, কদর্য্যে শোভন সদ্‌গুণে ॥

সুখ-দুঃখ-মাঝারে যে ধরি থাকে হাল ;
সজ্জন-সেবায় আর কাটে যার কাল ;
সত্য আর সাধুতার নির্ম্মল বাতাসে,
ধর্ম্ম-পথে বুদ্ধি তার উজ্জ্বল প্রকাশে ॥
মূর্খ-সহবাসে হয় মোহের সংক্রম।
ধর্ম্মের আকর-ভূমি সাধু-সমাগম ॥

মোহে পড়ি যেই জন হিতবাক্য অবহেলা করে ;
হাহুতাশ করিয়া সে দীর্ঘসূত্রী, অনুতাপে জরে ॥
সাধুর বাক্য যে হেলি', অসাধুর বাক্য শুনি চলে,
অচিরে তাহার দুঃখে বন্ধুজন ভাসে অশ্রুজলে ॥

কৃতজ্ঞ যে মতিমান্ কাজকর্ম্মে পটু ;
জানে না কাহাকে বলে ব্যবহার কটু ;

লভে সে বিমল কীর্ত্তি লোকের নিকটে ;
এ-জনমে কভু তার অনর্থ না ঘটে ॥
কৃতঘ্নের কোথা যশ, কোথা স্থান, কোথায় বা সুখ !
অতিবড় পাতকী সে, তাহার দেখিতে নাই মুখ ॥

নবম অধ্যায় ।

খাবার বাঁটিয়া খায় যেই জন সবার সহিত ;
দিতে থুতে ভালবাসে, ভোগী সুখী হিংসা-বিরহিত ;
আপনি খাইয়া, অন্যে খওয়াইয়া- ভাসে তৃপ্তি-নীরে ;
নিরন্তর আরোগ্য বিরাজ করে তাহার শরীরে ॥
যে যেমন পাত্রে আর যে যেমন চিত্তে করে দান,
পরলোকে লভে সে তাহার ফল সেই পরিমাণ ।
দানের সমান, বৎস, সুদুষ্কর কিছু নাহি আর ।
মহাতৃষ্ণা ধন-তরে, মহাকষ্ট উপার্জ্জনে তার ।
অন্যায়ে যে লভি ধন, দান ধর্ম্ম করে অনুষ্ঠান ;
মহদ্ভয় হইতে সে কদাপি না পায় পরিত্রাণ ॥
ন্যায়ার্জ্জিত ধনে আচরিবে সদা, জ্ঞান যাহা বলে ।
অন্যায়ে যে জিয়ে, তার সব ধর্ম্ম যায় রসাতলে ॥
যথাশক্তি অন্ন দিবে, কষ্ট স'বে, হ'বে ধর্ম্মে রত ।
যথাযোগ্য সম্মান, সবা'র প্রতি, করিবে নিয়ত ॥

দিবে সবে যাহার যা সন্ত প্রয়োজন।
পরিশ্রান্ত জনে দিবে বসিতে আসন ॥
শয্যা দিবে তাহারে—যে রোগে অবসন্ন।
তৃষ্ণাতুরে দিবে জল ক্ষুধাতুরে অন্ন ॥
সর্ব্বাপেক্ষা অন্নদান করি দাতা তৃপ্তি লভে প্রাণে।
ভূমি-দানে মহাপুণ্য, তাহার অধিক বিদ্যাদানে ॥
হও যদি বুদ্ধিমান্, চাও যদি শ্রেয়,
দীন অন্ধে কৃপাপাত্রে, দিবে যাহা দেয়—
দিবে মাখিবার তৈল, দিবে আর থাকিবার ঠাঁই ;
দিবে অন্ন পানীয় ঔষধ পথ্য, যাহার যা চাই ॥
না দেখি দুঃখী স্বজনে, যেই জন অন্যে করে দান,
দেখিতে তা মধু, আস্বাদনে বিষ, ধর্ম্মের সে ভাণ ॥

দশম অধ্যায়

মনোদুঃখ জ্ঞান-বলে, দেহ-দুঃখ হানিবে ঔষধে।
জ্ঞানী দেখে পরাগতি ; শোকানল তারে না দগধে ॥
মান ত্যজি প্রিয় হয়, ত্যজি আর ক্রোধ
পশ্চাত্তাপের হাত এড়ায় সুবোধ ॥
কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে।
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ॥

ক্রোধ সুদুর্জ্জয় শত্রু, লোভ-ব্যাধি জানে না বিরাম।
সর্ব্ব-হিতকারী সাধু, অসাধু ত নির্দয়েরই নাম ॥
জিতেন্দ্রিয় শান্ত নর, বিপাকে না পড়ে বারেবার।
পর-শ্রী দেখিলে, আর, জ্বলিয়া না হয় ছারখার ॥
ঈরিষায় জ্বলে যে পরের ধনে, রূপে, সুসন্তানে,
সুখে, মানে, কুলে, বীর্য্যে, ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে॥
শত্রুতা সাধে যে নর বন্ধুজন-সনে,
গুণিজনে দেখে আর বিদ্বেষ-নয়নে ;
নাস্তিক, কপট, শঠ, নীচ, দুরাশয় ;
তাহারেই নরাধম সর্ব্বলোকে কয় ॥
অকার্য্যই কার্য্য আর কার্য্যই অকার্য্য যার চক্ষে,
বালক সে স্বেচ্ছাচারী, সুখ বলি দুঃখ পোষে বক্ষে ॥

একাদশ অধ্যায়

ধৈরজ সংযম ক্ষমা দেহ-মন-শুদ্ধি ;
অচৌর্য্য অক্রোধ সত্য বিদ্যা আর বুদ্ধি ;
সমস্ত ইন্দ্রিয় আর আপনার বশে ;
ধরমের লক্ষণ জানিবে এই দশে ॥
পাপে লজ্জা স্বাভাবিক—তাহা যে না ছাড়ে ;
পাপ যে দেখিতে নারে ; শ্রী তাহার বাড়ে।

লজ্জা গেলে ধর্ম্ম যায় সেই সঙ্গে চলি।
ধর্ম্ম গেলে শ্রী পলায় কাটিয়া শিকলি॥
কারো কোনো গুণে যে না দোষারোপ করে;
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর উপকার স্মরে;
সতত কল্যাণ-পথে করে বিচরণ;
সুখ শান্তি ধর্ম্ম স্বর্গ লভে সেই জন॥
দণ্ডের সবাই বশ; খাঁটি লোক বিরল এ ভবে।
দণ্ডের ভয়েই ত্রিভুবন চলে বিনা উপদ্রবে॥
অন্যায় করিলে দণ্ড, অপযশ রটে সর্ব্বজন;
স্বরগে কপাট পড়ে; করিবে না তাহা কদাচন॥
ক্ষমা বশীকরণ, ক্ষমা পরম ধন।
ক্ষমা অশক্তের গুণ, শক্তের ভূষণ॥
আপনার সমান দেখিবে অন্যে, যে চাহে কল্যাণ।
সুখ দুঃখ, ধরা-মঝে, আত্মপর উভয়ে সমান॥
পরদারে মাতৃসম দেখে যেই জন;
পরের সামগ্রী দেখে লোষ্ট্রের মতন।
সকল মনুষ্যে দেখে আপনার সম।
তাহার দেখাই দেখা—তাঁরে করি নম॥

——

দ্বাদশ অধ্যায়

পরে-নিন্দি' সাধু হয় যেমন দুঃখিত ;
দুর্জ্জন তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত ॥
বিপদের মাঝারে ব্যথে না যার চিত্ত ;
কাজ কর্ম্মে সুনিপুণ, উদ্যোগী যে নিত্য ;
প্রমাদ-বিহীন আর বিনয়ী যে জন ;
কল্যাণ তাহার গৃহে করে সঞ্চরণ ॥
থাকিতে ধন-সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল,
অবিনয়ে হত হৈলা কত মহীপাল ॥
বনবাসে কত রাজা দহি' মনাগুনে,
ফিরিয়া পাইলা রাজ্য বিনয়ের গুণে ॥
অন্তরাত্মা তোমার সন্তোষ মানে যেইরূপ কাজে,
করিবে তা সযতনে ; করিবে না হৃদে যাহা বাজে ॥
প্রাণপণ যতনে ধরম-কার্য্য সাধয়ে যে কেহ ;
সিদ্ধি যদি নাও লভে, পুণ্য লভে নাহিক সন্দেহ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্দ্রিয় দৌড়ায় যবে তথি ;
টানিয়া রাখিবে তারে, অশ্বে যথা নিপুণ সারথী ॥
মন যদি ছুটি' চলে ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দে'য় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায় ॥
উপভোগে শান্তি নাহি মানে কভু কামনা কাহারো ।
অনলে ঢালিলে ঘৃত, নিভে না সে, জ্বলি উঠে আরো ॥
ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে ;
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশ নিঃসরে ॥
না সেধিলে, তেমন না আসে বশে, ইন্দ্রিয় উদ্দাম.
দৃঢ়করে যেমন, থাকিলে ধরি', জ্ঞানের লাগাম ॥
কাম-ক্রোধ-পর নর, মূর্খ বা বিদ্বান্ হো'ন তিনি,
হেলায় বিপথে ল'য়ে যায় তাঁরে চতুরা কামিনী ॥
দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় দশ, সংযমে করিয়া বশ,
মন করি জ্ঞানের অধীন ;
উপায় করিয়া ধার্য্য, সাধিবে সকল কার্য্য
কলেবর না করিয়া ক্ষীণ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

কারো প্রতি যে না করে পাপাচার বাক্য মন কর্ম্মে ;
সংযত সুধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পর-ব্রহ্মে ॥
পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্য-নিকেতনে যায় চলি ।
পুণ্যে প্রাণ ধরে লোক, পুণ্যকেই প্রাণদাতা বলি ।
পাপ যে চিন্তয়ে মনে, করে কাজে, মুখে আর বলে ;
অধর্ম্মে ডুবিয়া তার সব গুণ যায় রসাতলে ॥
মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা না করেন পাপ-আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ ॥
ধর্ম্মেই আনন্দ যাঁর, ধর্ম্মেই থাকেন যিনি জিয়া ;
ধর্ম্মাত্মা তাঁরেই বলি ; সদাই প্রসন্ন তাঁর হিয়া ॥
আত্মা যাঁর পাপ হৈতে বিরত, নিরত লোক-হিতে ;
কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, তিনিই তা পারেন বুঝিতে ॥
প্রজ্ঞা যাঁর নয়ন, নির্দোষ তাঁর সমুদয় কর্ম্ম ।
ছাড়েন বিষয়-স্পৃহা ইচ্ছামতে ; ছাড়েন না ধর্ম্ম ॥
পাপাত্মা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি ।
শুভাত্মা ইচ্ছেন শুভ, সহস্র পাপের বাধা ঠেলি ॥
ধর্ম্মে রাখিলেই—ধর্ম্ম রাখে, নাশিলেই নাশে জীবে ;
হত হ'য়ে ধর্ম্ম না হান্মুন্ বাজ—ধর্ম্মে না হানিবে ॥

ধর্ম্ম সেই সুহৃৎ যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ ;
আর যতকিছু সব দেহ-সাথে লভয়ে বিনাশ ॥
অবিশ্বাসী যেই নর সাধুজনে করে উপহাস—
ধর্ম্ম নাই মনে করি ; নিঃসংশয় তাহার বিনাশ ॥
অপমানিত যে হয়, সুখে সে বিহরে বারো মাস ;
সুখে শোয়, সুখে জাগে ; অবমন্তা লভয়ে বিনাশ ॥
পাপ করি পাপকীর্ত্তি দহে পাপানলে।
পুণ্য করি পুণ্য-কীর্ত্তি বাড়ে পুণ্যফলে ॥
অতএব পাপ করিব না বলি হও দৃঢ়ব্রত।
পুনঃপুনঃ পাপাচারে জ্ঞানবুদ্ধি সব হয় হত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

সর্ব্বজন প্রশংসিত সাধু আচরণ ;
লোক-বিগর্হিত কার্য্য পরিবরজন ;
আস্তিকতা, ধর্ম্মে আর বিশ্বাস অটল ;
এইগুলি পণ্ডিতের পরিচয়-স্থল ॥
ক্ষমাই পরমা শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান্।
বিদ্যাই পরমা তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান ॥
মনোবাক্য-দেহ-সমুদ্ভূত কর্ম্ম শুভাশুভ-কর।
উচ্চ নীচ মধ্যম ত্রিবিধ গতি তাহে লভে নর ॥

পরদ্রব্য মনে ধ্যান ; পরানিষ্ট-চিন্তা অনুদিন ,
দেহাদিতে অতিমায়া ; মানসিক পাপ এই তিন ॥
পরোক্ষে পরের নিন্দা ; বাঁধন-বিহীন বাক্যালাপ ,
কটু কথা ; মিথ্যা কথা ; এই চারি বাচনিক পাপ ।
পরধন অপহার ; প্রাণিহত্যা অবিধি-পূর্ব্বক ;
পরদার-সেবা আর ; এই তিন দৈহিক পাতক ॥
কারো প্রতি না করিয়া কার্য্য এই তিনরূপ দূষ্য,
কাম-ক্রোধ সংযমিয়া, সিদ্ধি লভে সুবোধ মনুষ্য ॥
পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ,
ক্রমশ খণ্ডিয়া যায় তাহার সে পাপ ॥
"আর করিব না" বলি হইলে নিবৃত্ত,
অনুতাপানলে দহি শুদ্ধ হয় চিত্ত ॥

ষোড়শ অধ্যায়

অধার্ম্মিক যেই নর, মিথ্যা কথা জীবিকা যাহার,
হিংসায় যে জন রত, সুখ নাই ইহলোকে তার ॥
পাপীরে যদিও দেখ, বিচরিছে অশ্ব গজ রথে ;
কষ্টে আর কাটিছে সাধুর দিন ধরমের পথে ;
বারেক না দিবে মন অধর্ম্মে তথাপি ।
পাপের কুহকে ভুলি হইবে না পাপী ॥

অধর্ম্মে ধন ঐশ্বর্য্যে ফাঁপি উঠে লোক ;
চারিদিকে মঙ্গলের নিরখে আলোক ;
শত্রুগণে করে জয় ; পূরে অভিলাস ;
সবই হয় ; কিন্তু পায় সমূলে বিনাশ ॥
পরলোকে চাও যদি অমোঘ সহায় ;
কাহুকে না দিয়া পীড়া কাজে বা কথায়,
পুত্তিকা যেমন রচে বল্মীক ধৈরজ ধরিয়া,
সঞ্চিবে ধরম-ধন অল্পে অল্পে তেমনি করিয়া ॥
পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা—
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতিবন্ধু ; ধর্ম্ম র'বে একা ॥
একাই জনমে নর, একা হয় মৃত।
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত ।।
কাষ্ঠলোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্ম হয় পথের দোসর ॥
অতএব চাও যদি সহায় পরম,
অল্পে অল্পে নিতি নিতি সঞ্চিবে ধরম ॥
ধর্ম্মের সহায়ে জীব, সংসার আঁধার
মহাঘোর সুদুস্তর, হ'য়ে যায় পার ।।
এই উপদেশ—এই আদেশ—এই অনুশাসন।
পালিবে ইহা, সঁপিয়া দিয়া কায়-মনোবচন ॥

সমাপ্ত

কাব্য-মালা

—:*:—

যৌতুক না কৌতুক?

কুমার সেন

কুমার সেন যবে বালক অতি,
জননী তার—রাজরাণী—
স্বর্গে গেল চলি ; ধরণীপতি
শূন্য দেখে রাজ-ধানী ॥
শুনিয়া, "মা আসিবে," থামে কুমার,
ভুলায় যবে তা'রে ধাত্রী।
হুতাশে কাঁদি উঠে পুন-আবার,
ঘুমায় না সারা রাত্রি ॥
বৎসরেক ভূপে দহিল শোক,
নব মহিষী এ'ল ঘরে।
"এই যে মা এসেছে" দেখায় লোক
কুমারের মনে না ধরে ॥

নব-বধূর কোলে, বছর শেষে,
হেরে ভূপ নব-কুমার।
আমোদ আহ্লাদ ধরে না দেশে,
ঘুমের তিষ্ঠনো ভার ॥
কুমারের বয়স হইল ষোলো—
ভুলেও কভু এক দিন
মা শব্দ মুখে নাই,—দেখিয়া হ'ল
ভূপতির মন মলিন ॥
অঙ্গার ছিল আগে মনের কালি—
ক্রোধের ধরিল আগুন ;
মহিষী দিল তাহা ফুঁদিয়া জ্বালি—
জ্বলিয়া উঠিল দ্বিগুণ ॥
মন্ত্রিল ভূপতি সচিব-সাথে
"কুমারে নাহি মোর কাজ।
কণিষ্ঠ সুত মোর রঙ্গ-নাথে
করিতে চাই যুবরাজ ॥"
ভূপের দৃঢ় পণ সর্ব্বনেশে—
টলায় সাধ্য নাই কারো।
গলায় দৃঢ় ফাঁস যুবতী-বেশে
দৃঢ় আঁটিয়া যায় আরো ॥
হইল যুবরাজ—রঙ্গনাথ ;
(কুমারের সকলি দোষ !)

যতেক লোকজন করিতে হাত
খুলিয়া দিল রাজ-কোষ ॥
কুমার-সেন গেল বিদায় হ'য়ে,
শুভ্র চিত ভয়-হীন।
সেই অবধি থাকে মাতুলালয়ে,
পড়াশুনায় কাটে দিন ॥
কুমারের মাতুল, ভাগিনেটিরে,
নিরখে তনয়ের মত।
স্বাধীন ভূপতি সে—অধীনে ফিরে
রঙ্গনাথ শত শত ॥

মৃগয়া প্রয়াণ

প্রত্যূষে কুমার সেন
মৃগয়ায় বেরো'বেন,
রথ-সাজ লাগি আজ লাগিয়াছে ধূম।
সারথীর দল বল
করিতেছে কোলাহল,
দু-কোশ মাঝারে কারো চক্ষে নাহি ঘুম ॥
কুমার আনন্দে ভাসে,
নয়নে না নিদ্রা আসে,

সঘনে ফিরায় পাশ, পোহায় না রাতি।
প্রহর বাজিল যেই
ভাবে "চারি বাজে এই,"
তুফুর বাজিতে শুনি দমি যায় ছাতি ॥
ব্যথি' যেন পর-সুখে—
বহু কষ্টে ঘড়ি-মুখে
ধীরে ধীরে বাহিরিল—এক—দুই—তিন।
বলে যুবা মুষ্টিঘাতে
"ঘড়ি যা'ক্ অধঃপাতে,"
শয্যা হ'তে উঠি পড়ে—লম্ফে যথা মীন ॥
বয়স্য-দলের ঘরে
প্রবেশি' উল্লাস-ভরে
বলে "ওঠো ওঠো জাগো, রাত্রি আর নাই।"
কারো বা নাসিকা ডাকে,
ঢোক গিলে থাকে থাকে,
ঈষৎ নয়ন মেলি' আবার যা' তাই ॥
কেহ বলে "রাত্রি ঢের"
বলিয়া ঘুমায় ফের,
কেহ বলে "সবে জাগে এক সঙ্গে যোঠো।"
কুমার বলিল "কি এ!
ম'রেছ না আছ জিয়ে—
শত ডাকে সাড়া নাই! ওঠো ওঠো ওঠো!"

উঠি বসি ঢুলি' ঢুলি'
বার কত হাই তুলি,
"চল চল চল" বলে—সবা'রে সবাই ;
নিশা যবে ম্লান ভূষা,
নয়ন মেলিছে উষা,
বাহিরিল মৃগয়ায় যাত্রী যত ভাই ॥

বিপদ্

ধনুর্ব্বাণ হাতে করি, রথ-আরোহণে,
চলিল কুমার-সেন মৃগ-অন্বেষণে !
সারথী চাবুক কসে মৃগে দিয়া আঁখি।
রোষে মাতে তুরঙ্গ বদন উর্দ্ধে ঝাঁকি ॥
সারথীর উপরে করিয়া ঘোর আড়ি,
দুই পা আছাড়ি বেগে রথ ফেলে পাড়ি ॥
ভাঙি চুরি গেল রথ তরু-গাত্রে লাগি।
পল-মাত্রে হরিণ ক্রোশেক যায় ভাগি ॥
ঘোড়ায় লম্ফিয়া উঠি, ত্বরায় অমনি,
ধাইল কুমার যেন জ্বলন্ত অশনি ॥
মৃগের পশ্চাতে করি নিদারুণ তাড়া,
দেখিতে না-দেখিতেই দল ছাড়া ॥

যত দ্রুত বেগে যুবা মৃগ-পাছু ধায়,
শত গুণ বেগে তা'র হরিণ পলায় ॥
ভূতল পরশি' মাত্র শূন্যে উড়ি' চলে,
অণু হ'য়ে যায় তনু যেন মন্ত্র-বলে ॥
যায় কি না-যায় দেখা—ক্ষণেকের পরে—
আর যেন চলিছে না, ঠেকেছে অম্বরে ॥
এই হ'য়ে যায় মৃগ দিগন্তে বিলীন—
এই পুন ভাবে যুবা "ঐ রে হরিণ!"
মৃগতৃষ্ণা-মৃগ সে যে—শূন্যে দিল ঝাঁপ,
মাঠের মাঝারে থামি ছাড়ে যুবা হাঁপ ॥
গ্রীবা থাবড়িয়া যত থামায় তুরঙ্গে—
ঝড় বহে নাশায়—ঝরণা বহে অঙ্গে ॥
কত আশ্বাসিল, নামি, পৃষ্ঠ থাবড়িয়া—
অশ্ব তেয়াগিল প্রাণ শুইয়া পড়িয়া ॥
শ্রম ক্লম তাপ তৃষ্ণা পন্থী এই চারি
প্রবল আশার কাছে ঘেঁসিতে না পারি—
আশা-ভঙ্গে তা-সবার কে দেখে প্রতাপ!
অনলে কুমার সেন দিল যেন ঝাঁপ ॥
মাথার উপরে রবি ফাটিতেছে রাগে;
সুদূরে কানন-রেখা, সেই দিক্ বাগে
চলি চলি মুখ-বর্ণ হ'য়ে-ওঠে নীল,
হস্ত পদে ক্রমশই ধরি আসে খিল ॥

ললাট মুছিতে যবে দাঁড়াইল থামি,
নেত্র দেখে অন্ধকার গাত্র উঠে ঘামি ;
ক্ষণ পরে প্রাণ যেন কি করিয়া উঠে ;
ভূতলে ঘুরিয়া পড়ে, জ্ঞান আর ছুটে ॥

উদ্ধার

চেতন লভি যুবা মেলিল আঁখি,
দেখি' হ'ল চেতন হারা—
চারি দিকে অবলা প'ড়েছে ঝাঁকি—
ভূতলে গগনের তারা ॥
একের চারু কর বিতরে বায়,
একের কোলে রয় মাথা।
এলা'য়ে কুন্তল ঠেকিছে গা'য়,
আঁখিতে আঁখি রহে গাঁথা ॥
বসাইল কুমারে তরুণী-সবে
ধরি তুলি' সুধীরে অতি।
বলিল, জল আনি,' মধুর রবে
"মুখে দেও এক রতি ॥"
জিনিয়া বেণু-ধ্বনি কণ্ঠরব
শুনি' যুবার হ'ল কি যে !

মৃগয়া করা তা'র ফুরা'ল সব—
মৃগ বনিয়া-গেল নিজে !
ভাবে যুবা "হ'ল এ কেমন ধারা !
সরোবর ! বিজন বন !"
সামনে দেখে আর—অবাক্ পারা—
একো নারী একো রতন ॥
একের কেশ-পাশ ভুজগ-পাশ
এলি' পড়ে অনবধানে !
আঁখি একের করে সরব-নাশ—
অথচ কিছু নাহি জানে !
একের নিরখিলে বদন-পানে
মনেরে সামলানো ভার—
বিম্ব-অধরের চৌম্ব-টানে
নয়ন ফেরে নাক আর ॥
বলে যুবা "এড়া'য়ে শমন-পুরী
স্বর্গে আইলাম নাকি !
এঁরা বা স্বর্গ হ'তে এলেন উরি'
সফল করিবারে আঁখি !"
বলিল নারী এক "পড়িয়া ছিলে
মাঠের মাঝ-খানটিতে।
সহচরী আমরা ক-জনা মিলে
আসিতেছিনু জল নিতে ॥

হেরিনু পড়ি আছ চেতন-হারা,
ভয় হ'ল পাছে কি ঘটে।
না দেখি আর কোন কূল-কিনারা,
আনিনু সরোবর-তটে॥
চক্ষে দেখেছিনু রক্ষে তাই—
পরাণ কাঁপে—মা গো—স্মরি!
ভগবান্ দিবেন চরণে ঠাঁই—
এলেম তাই বেলা করি॥
এত বলি বাড়া'য়ে মৃণাল ভুজ
জল তুলিল ; তা'র পর
চোখে চোখে হ'ল কি বুঝ-সমুঝ
সখি-দ্বয়ের পরস্পর॥
চুপি চুপি কি তবে করিয়া ঘোঁট
ফিরিল কুমারের পানে।
কি যেন বলিবারে খুলিবে ঠোঁট
ক্ষণেক পরাজয় মানে॥
বলে "কাননে হেতা কেহ গো নাই,
নিকটে আছে দেবালয়।
ঠাকুরের প্রসাদ মিলে সে ঠাঁই
গে'লে ঠিক্ এই সময়॥"
বলিয়া দেবালয় দেখা'য়ে দিয়ে
কলসী উঠাইল কাঁকে।

ফিরিয়া চায় মুহু আধেক গিয়ে
ঈষৎ ঘোমটার ফাঁকে ॥

কুমারী অনিন্দিতা

অনিন্দিতা বালার নাহি রে তুলা—
রাজত্ব করে আপনি।
সুজন কর্ম্মচারী অনেক গুলা—
মন্ত্রী সবা'র শিরোমণি ॥
লিখেছে মন্ত্রিবর "বয়স তব
এখন ত অল্প নয়।
উদিত হইয়াছে যৌবন নব,
উচিত হয় পরিণয় ॥
সকল প্রজা-মুখে একৈ বাণী—
দেশে, চিরায়ু, কর ঘর!
বিদেশী নৃপে কভু সঁপিয়া পাণি
মাতা হ'য়ে হ'য়ো না পর ॥
নিখুঁত—কুলে শীলে, আচারে শুচি,
দেশের যত মানী-গুণী।
পতি বরিতে হয় যাহারে রুচি—
আপনি বরো দেখি শুনি' ॥

রাজ্যে কত আছে অধীন ভূপ—
কিছুতেই নহে ন্যূন।
ঠিকরি' পড়ে তনু বিমল রূপ
তাহা ছাপিয়ে-ওঠে গুণ ॥
সুপাত্র যুটাইয়া বসা'ব আমি
স্বয়ম্বর-সভায়।
গলায় মালা দিয়া বরিও স্বামী
যারে তব পরাণ চায় ॥"
উত্তর লিখিল অনিন্দিতা
"সুহৃদ্ নাই তোমা সম।
নাহি মোর জননী নাহিক পিতা,
তুমি কেবল আছ মম ॥
স্বয়ম্বরা হ'ব ভাবিতে গেলে
শেল বিঁধে আমার বক্ষে।
নিরাশ হ'বে যে যে রাজার ছেলে
দহিবে মোরে কি না চক্ষে!
আমা-পানে তাদের যত না আঁখি—
রাজ্য-পানে শত গুণ!
আলো দেখি পতঙ্গ পড়িবে ঝাঁকি—
কপালে ঘটিবে আগুন ॥
বলিতেছ মন্ত্রী কি করি আমি!
হই যদি স্বয়ম্বরা

অনাথিনীর বেশে বরিব স্বামী,
রাণী বলি' দিব না ধরা ॥
রাজ্যময় তুমি রটিয়া দিও
আমার আছে এক সই।
আমা-বই কাহু'কে জানে না প্রিয়,
আমি জানি নে তা'রে বই ॥
ছিল রাজার মেয়ে—রাজ্য-পাতে
রূপ-কুল আছে সমান।
ভূমি কেবল গেছে শত্রু-হাতে,
রাখিতে চাই তা'র মান ॥
সখী সে আগে হ'বে স্বয়ম্বরা,
আমি হ'ব তাহার পর।
সখীর মালা-ফাঁসে যে দিবে ধরা
খোয়াইবে আমার কর ॥
আপন সখী হ'য়ে আপনি আমি
সাধিব হেন মোর ব্রত।
আমার হ'বে যত আমার স্বামী
ধরণীর হ'বে না তত ॥
সখী হ'য়ে হইব স্বয়ম্বরা ;
সপ্তাহ গেলে—তা'র পর
পুন হইব রাণী—পড়িলে ধরা
কে কেমন খাঁটি নর ॥"

হেন লিপি, সচিব, অনেক ভাবি'
করিলেন অনুমোদন।
হৃদি-মাঝারে দেওয়া রহিল চাবি
বলিতে থাকে যাহা মন——
"রাজবালার দেখি কঠিণ পণ
বিবাহ না হ'বারই গতি !
রাজ্য-লোভে যা'র টলে না মন
মিলিলে হয় হেন পতি !"

সংবাদ

রাজবালা অনিন্দিতা
কুসুম সুললিতা—
কিরণ নিরমিতা
দেবীর প্রায়—
লাবণ্যে পালঙ্ক ধুয়ে
ভাবিছে শুয়ে শুয়ে
"সখীরা মোরে থুয়ে
গেল কোথায় !"
হেনকালে খুলি' দ্বার
সজনী জন-চা'র

পশিল ঘরে—আর
ধরিল বুলি—
এক কথা ফিরি ফিরি !
"কি গড়ন ! কি ছিরি !
কেমনে বুক চিরি'
দেখাই খুলি' ॥
কি মূরতি মরি মরি ।
না জানি কত করি
এঁকেছে ধরি ধরি
বসিয়ে বিধি ।
সাধিতে বা দেব-লীলে
ধরায় ধরা দিলে
স্বরগে নাহি মিলে
তেমন নিধি ॥"
বলে ধনী "দ্বার ঠেলি
যে-করি তোরা এ'লি—
দেখি তোদের কেলি
বাঁচি নে আর ।
মেলি যেন দিব্য চোক
হেরিলি ব্রহ্ম-লোক—
তা'-বিনে নিরালোক
ত্রিসংসার !

সারা কাজ করি হেলা
ও কি লো লীলে-খেলা !
চলিয়ে যায় বেলা
নাহি সে খোঁজ !
হয় পারিজাত ভুল—
না জানি কি সে ফুল !
কাণের কর্ দুল
খোঁপায় গোঁজ্ !"
সখী বলে "সখী মাঝে
বলিছ কোন লাজে !
তাসে কি হীরা সাজে
সোণারে ছাড়ি।
রাজ্য করে কোন্ দেশে
ছাপা না র'বে শেষে,
অতিথি হ'য়েছে সে
ঠাকুর-বাড়ি ॥"
ধাত্রীরে আড়ালে ডেকে
বলিল ধনী "দেখে-
আয় ত—উজলে কে
দিব-সদন।"
আধো কেঁদে আধো হেসে
বলিল বুড়ি এসে

"এমনো সর্ব্বনেশে
ক'রেছ পণ !—
সুপাত্তর গুণময়
যেমন হ'তে হয় !
এক যা করি ভয়—
—বলিতে নেই—
সৃষ্টি-ছাড়া পণ শুনি
পিছোয় যদি গুণী
কাড়িবে যে তরুণী
জিতিবে সেই,—
স্বর্গে যা'বে সশরীরে,
ভাসিবে সুখ-নীরে,
চা'বে না আর ফিরে'
এ-বাগে পুন।
দুয়ারে স'পিল বিধি—
ছেড়ো না—হেন নিধি ;
বলিনু সাদাসিধি,
বচন শুন ॥"
শুনি ধনী হ'ল ব্যস্ত—
পাছে এড়ায় হস্ত,
বলে "সূরজ অস্ত
দে না বে দেখা !

দেবালয়ে সন্ধ্যাকালে
পূজিব মহাকালে
জানিনে এ কপালে
কি আছে লেখা !''

প্রিয় দর্শন

দেবালয়ে ঝুবার আহার হ'ল
ক্রমশ নেমে' পো'লো বেলা।
আরতির সময় ঘ্‌না'য়ে এ'ল,
লোক-জন জমিল ম্যালা।
বাজি' উঠে কাঁশোর ঘণ্টা শাঁখ,
জ্বলি উঠে প্রদীপ-মালা।
সরিয়া দাঁড়াইল লোকের ঝাঁক—
আসিতেছেন রাজ-বালা॥
পতি মিলন তরে নৃপতি-বালা
মনে মনে মানত মেনে,
ঠাকুরে প্রণমিয়া—যাবার বেলা
নিরখিল কুমার-সেনে॥
ক্ষণেক তুই ধরি রহিল বালা—
কোন্ যেন কি এক স্বর্গে।

চমক ভাঙি যে'তে বাড়িল জ্বালা—
বেড়িল অনুচরবর্গে ॥
সখীরা ডাকি বলে ভৃত্য-জনে
"শিব-চতুর্দ্দশী আজ ;
ব্রত পালিবে রাণী শিবের বনে,
তোমা সবা'র কর কাজ ॥
যেথা পরাণ চায় এখন যাও ;
পোহাইবে যখন রাত,
ঘরে যা'বেন রাণী—যাইতে চাও
তখন তাঁহার সাথে সাথ ॥"
মন্দির পেরোতেই শিবের বন—
ঘেঁসিয়া সরোবর-কূল।
শিব-পূজার তরে সজনীগণ
তুলিতে আরম্ভিল ফুল।

হৃন্মাল্য বদল

চতুর্দ্দশী নিশি অন্ধকার !
বহিছে কি সরস বায় !
বনের ঘুচাইয়া মনের ভার
মধু-ঋতু মধুর ভায় ॥

আড়ালে আবডালে কানন-ফুল
আনন হেঁট করি রয়।
আঁধারে করি তারে প্রেয়সী-ভুল
চুম্বিতে যায় মলয়॥
খুঁজিয়া পায় যদি আপন ভুল—
খুঁজি' না পায় কারে চায়।
কোকিল তাহা দেখি কূজি' আকুল—
দশা দেখিলে দশা পায়॥
অনিন্দিতা বালা পশিল বনে—
মন রহিয়া-গেল পিছু।
পূজার আয়োজন সজনী-সনে
ভাল না লাগে তা'র কিছু॥
স্বর্গ-হ'তে যেন পাতালে আসি'
চলে বালা আঁধারে আঁধা।
তরণী মাঝ-গাঙে চলে রে ভাসি—
কূলে কঠিন ডোরে বাঁধা॥
হূ হূ হূ হূ বহিল মলয়-বায়
ঢুলা'য়ে ডাল-পালা-ফুল।
কুহু কুহু করিল কোকিল তায়—
সেই হ'ল রোগের মূল॥
ভাবে ধনী "চাহে নি আমার পানে—
ঠাকুরে ছিল তনময়।

থামের পাশ-বাগে ছিল যেখানে—
সেই আমার দেবালয় ॥
চৌদিকে করিল রাতি প্রভাত—
রবিটির যেন প্রতিমা !
স্বর্গ এত কাছে—না পাই হাত !
দুখের নাহি মোর সীমা !”
বসিল, হেন ভাবি, নৃপতি-বালা—
পরাণ নাই যেন ধড়ে।
বলিতে নাহি পারে মনের জ্বালা
আরো তাই বিপদে পড়ে ॥
আকাশ পানে চায় জুড়িয়া পাণি—
দেবতা যদি দেয় কূল।
সখীর পানে চায় কাতর প্রাণী
হৃদয়ে বিঁধে আর শূল ॥
বলাবলি করিছে দু-জন সখী
“কে লো করিছে পায়চারি !
ঐ যে লো হোতায়—ছ্যাখ্ নিরখি—
কাননের নহে ত মালী !
এইদিক্ বাগে যে আসে লো সই !
ওমা কি হবে ! এ যে সেই !
দেখিয়া রাজ-বালা, একটু-বই,
লজ্জায় যেন আর নেই !

সজনী একজন বলিল তবে—
রূপসীরে আড়াল করি
"এ দিকে এ'স না গো ! আমরা সবে
রাজ-বাটীর সহচরী !"
কুমার বলে তায় "ক্ষম এ জনে—
এসে-প'ড়েছি নাই চারা ;
সৌরভের টানে পশিনু বনে
হইনু আর পথ-হারা ॥
এ'নু যে পথ দিয়া—যে গোল্‌মেলে !
ডালপালায় চলাচলি !
কোন্‌টি সোজা পথ জানিতে পে'লে
এখনি যাই আমি চলি' ॥"
রাজ-বালা অমনি আস্ত
বলে "যে অন্ধকার !"
আর যা' ছিল বলিবার
—না সরে বাণী ॥
সখীরে ল'য়ে সখী যত
হইল বিব্রত ;
যুবা রহে বোবার মত—
অবাক মানি !
দিগ্‌বিদিক্ না নিরখি'
দু-আঁখি গেল বখি' !

বলে যুবা "এমন সখী
তোমা সবার !
তোমাদের মত ধন্য
আছে কেবা অন্য !
বাণী মোর অবসন্ন—
কি ক'ব আর !"
বলে সখী "বিদেশী এসেছ হেতা—
কিছু জাননা ভাল মন্দ।
এ-হেন রাত্রিকালে বুঝিবে কে তা
কতমত করিবে সন্দ ॥
কে তুমি তাহা মোরা জানিতে পে'লে
নির্ভাবনা হয় হিয়া।
কি নাম কোথা ধাম কাহার ছেলে,
এলে বা কিসের লাগিয়া ॥"
অনিন্দিতার হৃদয়-চোর
বলে "সুরাজে মোর ধাম,
নৃপতি সুরসেন জনক মোর,
কুমার সেন মোর নাম ॥
বেরো'লেম হরিণ বধিব ব'লে—
লইয়া বহু পারিষদ।
বিধি সদয় মোরে—তাহা না হ'লে
আমিই হ'য়েছিনু বধ ॥

মাঠের মাঝে মোরে দেখে-তো ছিলে—
গিয়েছিল আমার প্রাণ—
ফিরালে তারে শুধু তোমরা মিলে'
কি দিব তার প্রতিদান ॥"
বলে সখী "ঘরের সকল জনে
ভাবনায় চিন্তায় বধি,
ফিরিছ মাঠে মাঠে কাননে বনে
সেই গো সকাল অবধি,—
হইয়া থাক যদি কোথাও ঋণী—
ঋণী তুমি তাঁদেরই কাছে।
বাঁচালেন—সবা'রে বাঁচা'ন যিনি,
মোদের সাধ্য কি আছে ॥
করিতে পারিয়াছি তোমায় খাড়া
মুখে দিয়ে জলের ছিটে—
কি আর দিবে তুমি ইহার বাড়া,
সুধা-চেয়ে কি আর মিঠে!
আছে দি'বার মত একটি দান—
শুন যদি হইয়া স্থির—
স্বয়ম্বর-সভায় অধিষ্ঠান
মোদের এই সখীটির ॥
তোমা নামে তোমার মাতুল-ধামে
পত্র গিয়াছে তা' জানি।

পিছাও পাছে তুমি সখীর নামে—
বলিতে বাধে তাই বাণী ॥
জনক ছিল এ'র বৃহৎ ভূপ—
শত্রু কাড়ি' নি'ল রাজ্য।
যখন হ'ন বিধি যা'রে বিরূপ—
লিখন তাঁর অনিবার্য্য ॥
এখন অনাথিনী—যা করে রাণী !
কেহ নাই ত্রিসংসারে !
যেমন ঘরে জন্ম—সঁপিবে পাণি
তেমনি রাজ-পরিবারে ॥
এ সখী আগু হ'বে স্বয়ম্বরা,
তবে মোদের রাজ-বালা।
সখীর মালা-ফাঁসে যে দিবে ধরা
খোওয়াইবে রাণীর মালা ॥
[illegible] ঐ দেখিছ ঘাট
ঐ ঠাঁই বসিবে চল।
বসিল যবে যুবা—এগো'লো পাঠ,
বলে সখী "এখন বল—
চাও কাহার মালা— রাজবালার
না সখীর—বলিও ঠিক্ !"
"উদিত দিবাকরে" বলে কুমার
"ঠাহর হয় না কি দিক্

নয়নে নিরখিলে যে পাই রাজ্য—
সসাগরা ধরণী ছার !
ঘটিলে বন্ধন অপরিহার্য্য
তবে ত কথা নাই আর—
অমরপতি-পদ কে কত চায়—
পথে ছড়াই রাশি রাশি !
দেখিয়াও চিনিতে পার না—হায়—
কি ধনের কে প্রত্যাশী !
সুবাতাসে পাইল্ তুলি'
তরী চলিছে ফুলি'
আর কি হয় তটে উলি'
টানিতে গুণ।
মন মোর এগিয়ে আছে—
যাব না তা'র পাছে !
জিজ্ঞাসা আমার কাছে
ঠেকে নতুন॥"
বলে তবে সজনীগণ
"হরি' সখীর মন
পার পাবেন্ কোনো জন,
—তা'র জো নাই।
সখী মণি হৃদয়চোরে
বাঁধিবে ফুল-ডোরে,

দেখিব নয়ন ভোরে'
মোরা সবাই ॥"

পুরস্কার

সচিবের আহ্বানে অধীনস্থ নৃপসুত যত
একে একে উদিল সভায় আসি।
রঙ্গনাথ আইল যখন—মন্ত্রী হইয়া বিব্রত
বসাইল আদরে কুশল ভাষি' ॥
পুরিয়া-উঠিল সভা বরিষার তটিনী যেমন,
রবিচ্ছবি খেলায়ে রতন-মণি।
মন্ত্রীবর উঠিল, নিস্তব্ধ হ'ল বিশাল সদন,
আরম্ভিল সুধীর গভীর ধ্বনি ॥
"দেশের যতেক বাহু, নৃপগণ, স্কন্ধ আর আমি
বৃথা এবে—মস্তক বিহনে তা'র।
মস্তক তুলিবে দেশ এইবার—বরিবেন স্বামী
নৃপবালা, বিলম্ব নাহিক আর ॥
কিন্তু শুন তাঁর পণ ;—পেয়ে এক প্রাণের সজনী
পেয়েছেন কি যেন অমূল্য মণি।
রাজ-কন্যা ছিল সে,—বংশের আদি ভাস্কর আপনি ;
যেমন সে রতন তেমনি খনি ॥

পিতার ঐশ্বর্য্য তা'র সব যবে গেল শত্রু হাতে—
অকূলে ভাসিতেছিল অনাথিনী।
নৃপ-বালা হইয়া আশ্রয়-তরী, আপনাতে তাতে
ভেদ নাহি দেখেন তিলার্দ্ধ তিনি ॥
বিচিত্র নারীর মন ! দেখি নাই হেন সখি-স্নেহ—
করিছেন রাজবালা অনুমতি
কাহুকে না করিবেন পাণি দান—হউন্ যে কেহ,
সখী সে না যাবৎ বরিবে পতি !
এই সভা-মাঝারে সখী সে আজ হ'বে স্বয়ম্বরা
থাক দণ্ড দুয়েক সহিয়া ক্লেশ।
কর্ত্তব্য, নৃপ-সবা'র, যথোচিত আনুকূল্য করা—
নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে হয় কার্য্য শেষ।
আর্য্যোচিত কার্য্য এটি তাহে আর নাহিক সন্দেহ;
বড় রাজ-ঘরের বিপন্ন মেয়ে
উদ্ধারিতে এগো'বে আপনা-হতে বড় রাজা কেহ,
কিবা আছে আনন্দ ইহার চেয়ে ॥
তাপ-ক্ষীণা হয় যবে উচ্চভবা গিরিজা সরিৎ,
উদ্ধারিতে তাহারে বরষা নামে !
উচ্চ-বাসী জলধর নিম্নে আসি সবজ্র-তড়িৎ
ফুলাইয়া তুলি তা'রে তবে থামে ॥"
বসিলেন মন্ত্রিবর ; চুপ চাপ—নিশ্চল সভায়
সবে চায় সবা'র বদন-পানে।

ইচ্ছা নয় কাহারো বঞ্চিত হয় রাণীর মালায়—
প্রকাশিতে বাসনা পরাস্ত মানে ॥
মন্ত্রিবরে সম্বোধিল উঠিয়া যখন রঙ্গনাথ—
স্তম্ভিত হইল সবে কুতূহলে।
শুনি শেষে অযোগ্য গরব বাণী ব্যথিয়া নির্ঘাত
কেহ হাসে কেহ জ্বলে রোষানলে ॥
বলিল রঙ্গনাথ "মন্ত্রী তুমি
লোকের মর্য্যাদা জানো।
আমারই এ রাজ্যের অর্দ্ধ ভূমি
ইহা অবশ্যই মানো ॥
দশ শ পদাতিক অশ্ব রথ
সঙ্গে আসিয়াছে মোর।
রজত বরষিনু সারাটি পথ
কিছু না হ'বে দশ ক্রোর ॥
হাসিছেন যাঁহারা—না হ'ন গণ্য
আমার এক গাছি চুল।
কাঁদিতে হ'ত এই হাসির জন্য
হ'তেন যদি সমতুল ॥
মালা দিবেনই আজ আমার গলে
যিনিই হো'ন স্বয়ম্বরা।
ধরা পড়িতে, আগে, ব্যাঘ্র-কলে
জাত-বাঘেই পড়ে ধরা ॥

মালা দিতেন মোরে নৃপতি-বালা—
দিবেন নয় তিনি ফাঁসি !
তা বলি' মোর গলে দিবে কি মালা
তাঁহার এক জন দাসী !
তা' সে হ'বে না মোর থাকিতে প্রাণ !”
এত বলি বসিল রঙ্গ ।
বলিল নৃপ এক “রোষের ভাণ
বীরত্বেরই বটে অঙ্গ ।
মনে জানেন, রাণী করুণাময়ী,
রসনা তাই দুর্দাম ।
রাণীর আজ্ঞা পেলে—দিগ্বিজয়ী
কেমন তাহা দেখিতাম !
বাহু বলের হ'লে পরীক্ষণ
মুখ-বল ঘুচিয়া যে'ত ।
পদের মর্য্যাদা বিলক্ষণ
পলায়নে প্রকাশ পে'ত ॥
আপনারে আপনি জানেন বাঘ—
চিহ্ন দেখি না ত কিছু ।
বাঘের নিরখিলে নখের দাগ
কেউ লাগেন তা'র পিছু ॥
অমন ধারা বাঘ অনেক জানি—
গর্জ্জনে না পাই ভয় ।”

পাশের নৃপ তা'রে বসা'য়ে টানি
বলিল "এ সময় নয় ॥"
রঙ্গের পরম বন্ধু, নৃপ এক, এই অবসরে
দাঁড়াইল উঠি সভা-মাঝ-খানে।
সুধা বা গরল ক্ষরে রসনায়—দেখিবার তরে
মুখাইয়া রহে সভা মুখ-পানে ॥
বলিল সে "মন্ত্রিবর ! একা বহ অযুতের ভার,
স্কন্ধ তুমি দেশের অযথা নহে।
উচ্চ শির নীচে নামি নত শিরে যে করে উদ্ধার
মহাত্মা সে—কে তা'র অন্যথা কহে ॥
প্রাণ দিতে পারা যায় বিপন্নের হ'লে প্রয়োজন,
ক্ষত্রিয়েরই কাজ তাহা শাস্ত্রে লেখে ;
মান কিন্তু প্রাণ-চেয়ে কত বড় গৌরবের ধন,
এ সভা না যদি জানে—জানিবে কে ?
সমানে সমানে হ'লে বন্ধন, অমরে করে গান ;
বিষমে বিষমে হ'লে বিষ ফলে,—
নীচ কুল বৃদ্ধি পেয়ে বৃদ্ধি করে নীচত্বের মান,
উচ্চ কুল চলি' যায় রসাতলে ॥
মন্ত্রী তুমি বলিতেছ—সবাকার তুমি অগ্রগণ্য—
তোমা-বাক্য সমূলে হেলিতে নারি।
আছেন কুমার সেন—বলি তাঁর মঙ্গলেরই জন্য—
তিনি হো'ন্ এ বিপদে কাণ্ডারী ॥

হারা'লেন সিংহাসন—পড়ি' শুধু জনকের রোষে
তা' নহিলে আজিকে হ'তেন ভূপ।
রাজ-নন্দিনীর সখী ভাগ্য-দোষে—তিনি নিজ দোষে,
লভিলেন পতন সমান-রূপ ॥
এমন যখন মিল দু-জনায়—বিবাহ বন্ধনে
বাঁধা দিতে তাঁহার আপত্তি কিবা।
মানায় আঁধার রাতি কলঙ্কিত শশাঙ্কের সনে—
রবি-সনে যেমন বিমল দিবা ॥
সুযোগ্য কুমার সেন বিরাজুন স্বয়ম্বরা-শালে,
আমা সবাকারে দেও অব্যাহতি।"
এত বলি বসিল ; কুমার সেন আছিল আড়ালে,
উঠি বলে প্রেমের নবীন ব্রতী ॥
"করিলাম শি[illegible] হ'ব একাকী সভাস্থ!"
"তবেই হ'য়েছে!" বলে রঙ্গনাথ
"মাতুলান্ন ঘুচিল বা!" কেহ বলে "শরীরের স্বাস্থ্য
আছে ত—হইয়া যা'বে দিন-পাত ॥"
কেহ বলে "সবাই আমরা দাস নৃপতি-বালার,
দাসী-পতি হ'বেন না হয় উনি!
কেহ বলে "যৌতুক মিলিবে রাজ্য—শুন হে কুমার,
পিছা'য়ো না কাহারো বচন শুনি॥"
থামাইয়া সবাকারে বলে মন্ত্রী "শুন নৃপ সবে,
দণ্ডেকের কেবল বিলম্ব আছে—

এই সভাস্থলে সেই সখী আসি স্বয়ম্বরা হ'বে,
বিধান ইহার তোমাদের কাছে ॥
অধিষ্ঠান কর যদি সভায় পরম ভাগ্য গণি,
নিতান্ত না কর যদি নিরুপায় !"
"চল চল আর কেন !" সভাময় জাগি উঠে ধ্বনি,
বিদায় মাগিয়া সবে গৃহে যায় ॥
মনোরথে চড়িয়া কুমার সেন মনের উল্লাসে
মনোনেত্রে নিরখিছে স্বয়ম্বরা ।
মন্ত্রী বলে "চির বাঁধা র'বে রাজ্য তব ঋণপাশে,
ঔদার্য্যে কিনেছ আজ বসুন্ধরা ॥
বলিল কুমার সেন "আশ্চর্য্য ! ঘটিল দেখি কাজে
স্বপনেও ভাবি নাই কভু যাহা !
সাজিত এ সাধুবাদ শত-যোগ্য রাজ-অধিরাজে,
ব্যর্থ হ'ল অপাত্রে পড়িয়া তাহা ।"
মন্ত্রী বলে "তোমার মনের গুণে দেখিচ আশ্চর্য্য—
এত সব ভূপতি লোভের বশ !
আশ্চর্য্য ইহারে বলি—চলিলে না যে-দিকে ঐশ্বর্য্য—
করিলে কর্ত্তব্য—পে'লে অপযশ ।"
হেন কালে ধূপ ধূনা উথলি ব্যাপিল সভাময়
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ তুরী ভেরী ।
কুমারের তৃষার্ত্ত নয়নে হ'ল চাঁদের উদয়
প্রেয়সীর সলজ্জ বদন হেরি ॥

নয়নে নয়নে মিলি হৃদে হৃদে গেল জোড়া লাগি,
—দুজনার কা'র প্রাণ কা'র ধড়ে!
কম্পিত-করের মালা দুই বক্ষে করে ভাগাভাগি—
চক্ষে বাধি কুমারের কণ্ঠে পড়ে ॥
রাজা হ'বে কুমার সপ্তাহ পরে—কিন্তু জনপ্রাণী
জানিল না সে কথা সখীরা ভিন্ন।
আর জানে মন্ত্রী আর পুরোহিত—চলে রাজধানী—
ভূপতি কে কোথায় নাহিক চিহ্ন ॥

শাস্তি

আলয়ে নাহি গেল রঙ্গনাথ,
রাজধানীতে করে বাস।
রাণীর পারিষদে করিবে হাত—
মনের এই অভিলাষ ॥
প্রাণের সখা-সনে বিরলে বসি
বলিল "বৌ-ঠাকুরাণী
কোন্ আকাশ থেকে পড়িল খসি
দাদার কণ্ঠে না জানি" ॥
সখা বলে কুড়া'য়ে পাওয়া জিনিস্
মাটি থেকেই মাথা তোলে।

দাসীই হ'বে—তবে উনিশ বিশ,
শর্ম্মা কি ভড়ঙে ভোলে!
আপদ্ গেছে—এবে তোমার পালা,—
রাজা হও চক্ষু বুজে।
এবার আপনি নৃপতি-বালা
মালা দিবে মৃণাল-ভুজে॥”
রঙ্গ বলে “তা সে বুঝিনু যেন—
বিশ্বাস কি ফুল-অস্ত্রে!
শর্ম্মা বলে “তবে অধীনে কেন
পুষিতেছ অন্ন-বস্ত্রে!
তোমায় যদি রাণী না দিতে পারি
পৈতা ফেলি দিব জলে!
রূপা যখন তব আজ্ঞাকারী—
ব্রহ্মাণ্ড পদতলে!
রাজ-বাড়ির এক এসেছে নারী,
তাহার ভরা চাই মুঠা।
বেশী নয়—গয়না ভরি দু চারি—
লাখ শ বাণী আর ঝুঁটা॥”
“ডাকিয়া আনো তারে” বলিল রঙ্গ
সখা অমনি প্রস্তুত।
চকিতে ডাকি আনে—যেন অনঙ্গ
আপনি হইলেন দূত॥

নারী বলে "তরাসে কাঁপিছে অঙ্গ
হিয়া করিছে দুরু দুরু।"
সখা বলে "এগো'ও—দিও না ভঙ্গ
সমর না হ'তেই সুরু ॥
ঐ মোদের ভূপ! ভূত না—ভূপ!
রাজা যাহারে বলে লোকে!"
বলিল নারী তায় "রাজা কিরূপ
দেখি ত নাই কভু চোকে ॥
রাজ বাটীতে আছি বছর তিন—
রাজ-বালাই জানি রাজা।
কাজ করিয়া তাঁর রাত্রি দিন
ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাজা ॥"
বলিল তাহা শুনি ধূর্ত্তরাজ
"চাকরি কি শক্ত সাজা!
ঘট্‌কালিতে চট্ গুছা'বে কাজ—
দু দিনে তনু হ'বে তাজা ॥
চাকরির কাঁটা বিঁধিছে বক্ষে
তা'তেই পা পড়ে না ভুঁয়ে!
ভূপে করিলে হাত আছে কি রক্ষে—
পৃথিবী উড়াইবে ফুঁয়ে ॥"
পথের মাঝ-খানে বলিল নারী
"বলিব নিরালায় চল'।

তুমি যা' বলিতেছ তা আমি পারি,—
কি দিবে আগে তাহা বল' ॥
আমায় দেখে ধনী প্রাণের মত
—যাহা বলি তাহাই শোনে।
পনেরো পার হ'ল আর সে কত
রহিবে আইবুড়ো ক'নে ॥
রাজকুমারী সে গো একেশ্বরী—
নূতন সব রীত-নীত।
আপনি দেখি শুনি পছন্দ করি
করিবে বর মনোনীত ॥
চোখের দেখা আমি ঘটা'তে পারি
শিবের বন-মাঝে কা'ল।
মনে ধরে না ধরে ডরাই ভারি—
শেষে আমায় দিবে গা'ল ॥
গড়ন ঢিলা-ঢালা বরণ কালো,
চোক-দুটি কোটরে সাঁদা।''
শর্ম্মা বলে "তিনি রূপসী ভাল—
নাক অবশ্য খঁ্যাদা ?''
"বালাই! খঁ্যাদা কেন হইবে নাক!''
বলে তায় চতুরা নারী,
"তুমি গো সারা দেশে বাজাবে ঢাক—
বলি' করিনু ঝকমারি!"

শর্ম্মা বাজাইল গাঁটের টাকা—
নারী বলিল "ঠোঁট পুরু।
কথা থাকে না পেটে চুবড়ি-ঢাকা—
বলিতে করি যদি সুরু!"
শর্ম্মা বলে "হায়! পেট ত অই!
চারি আঙুল বড় জোর!
ও'তে থাকিবে কথা জায়গা কই!
সুডৌল দেখিয়াছ মোর,—
মণ্ডা চাপা দিলে পেটের কথা
পেটে থাকে দিব্য ভাল—
কোন আর থাকে না আধি-ব্যথা!
ঠোঁট বলিছ মাংসালো,—
ঠোঁটের দাম হ'ত লক্ষ টাকা—
কাটা যদি থাকিত আগা;
দশন থাকিত না বসন-ঢাকা—
সোণায় হইত সোহাগা!"
রমণী বলে "ছিছি রাজার মেয়ে—
ও কথা কি বলিতে আছে!
কেন পাড়িনু আমি কপাল খেয়ে
তাঁর কথা তোমার কাছে!"
শর্ম্মা বলে "মোট কথাটা এই—
রাজ-বালার নাই তুলা!"

রমণী বলিল "তা নেই ত নেই—
পা-তুখানি বেজায় ফুলা।"
শর্ম্মা বলে তিনি রাজ-কুমারী—
তুষ্টে দলিবেন পদে—
তাঁহার পায়া যদি না হ'বে ভারি
মানিবে কেন সভা-সদে॥"
এত বলি রঙ্গের সামনে আনি—
নারীরে করাইল সত্য।
সায়াহ্নে শিব বনে আসিবে রাণী,
বাধিবে আর প্র'জাপত্য॥
মনে কি ভাবি রঙ্গ,—ক্ষণেক বই
হইয়া ভাবে ঢলো ঢলো
বলিল "তাঁর সই আমার সই—
কি চা'ও আমায় বল'॥
যাবৎ-রবি-শশী তাবৎ—ঋণে
বাঁধা র'ব! তা'র নমুনা—
মুকুতা-মালা ধর; মিলন দিনে
পা'বে ইহার দশ-গুণা॥
পত্র একখানি দিব কি সাথে ?"
বলিল নারী "কা'ল যবে
যা'বে শিবের বনে,—আপন হাতে
পত্র দিও—কাজ হ'বে॥"

পণ্ডিত-বরে দিয়া রঙ্গ-নাথ
রচাইয়া পত্র-খানি,
মুখস্থ করে বসি সারাটি রাত
কালো-রূপের বাখানি ॥
পণ্ডিতে ডাকা'য়ে রঙ্গ কহে
"কি লিখেছ জানেন ধর্ম্ম—
মর্ম্ম বোঝা মোর কর্ম্ম নহে—
বাহির হয় শুধু ঘর্ম্ম !"
পণ্ডিত বলিল "আছে ত জানা—
চার-চক্ষু নৃপকুল ;
তবে যে তাঁরা হ'ন শাস্ত্র-কাণা—
কাল-মাহাত্ম্যই মূল ॥
রাজ-কোষের কাছে অমর-কোষ
কলিতে কলিকা না পায়।
ভাঁড়ারে অর্থ যার—অর্থ দোষ
বাধে না তার রসনায় ॥
অর্থ দিবে তুমি—শব্দ ল'বে,
এই ত ভাল মহারাজ !
গোপিনী মো'লো শুধু বেণুর রবে—
শব্দে করে বড় কাজ !
শব্দ সাম্‌লা'ক্—তবে ত অর্থ !
না যদি হয় ধনী কালা

যে বাণ ছাড়িয়াছি তা' অব্যর্থ !
তোমারই হ'বে রাজ-বালা !"
"এই লও" বলিল রঙ্গনাথ
"বিদায় হও টেঁকে গুঁজি ॥
রাজ-কুমারী যদি এড়ায় হাত
খোয়া যা'বে তোমার পুঁজি ॥"
চতুরা নারী যবে শিকার ফাঁদি
রাজবাটীতে গেল চলি,
এক ঠাঁই মিলিয়া কিঙ্করী বাঁদি
কত কি করে বলাবলি ॥
কেহ বলে "কি পে'লি ?" বলে সে [illegible]রী
"আমায় পা'স্‌নি কি টের !
নেওয়া-খোয়ার ধার কারো না ধারি—
রাণী যা দে'ন তাই ঢের !
গলে সঁপিল মোর সোণার হার—
ছুড়িয়া ফেলি দিনু তাহা !
অমনি মুখ-খানি হ'ল যে তার—
দেখতিস্ যদি লো—আহা !
হাজার হো'ক্ আমি অবলা নারী—
চক্ষে এ'ল মোর জল।
বলিলেম 'করিব আমি যা পারি'
আর কি বলি তারে বল্ ॥

পথে আসিতে মোর পড়িল মনে—
মাদ্রাজী সেই মেয়েটা!
রাণীর বেশে তারে সাজা'ব ক'নে,
বর ত আছে গড়া পেটা॥"
রাণীর কাছে গিয়ে সবাই শেষে
হাসির উঠাইল ঢেউ।
রাণী বলিল শুনি "আমার বেশে
যে'তে পারিস্ যদি কেউ—
সাজা'য়ে দিই তা'রে অঙ্গ ভরি
মণি-মুকুতা আভরণে,
শিখা'য়ে দিই, আর কেমন করি
পালা দিবে শঠের সনে॥"
রাণীর, সবে, আজ্ঞা পেয়ে—
শিবের সেই বনে
সাজাইল রাজার মেয়ে
দাসী এক জনে॥
আভরণে ঢেকেছে অঙ্গ
কে বলে রাণী নয়।
হেন কালে আইল রঙ্গ
বুঝিয়া সু-সময়॥
সখীরা যবে রূপসীর
ঘোমটা দিল খুলি,

রঙ্গের নয়ন স্থির—
আড়ষ্ট পুতুলি !
ভাবে রঙ্গ "এত কালো—
এমন মোটা ঠোঁট্ !
রাণী না হ'য়ে, হ'ত ভাল,
বহিত যদি মোট !
কালোই হো'ক ধ'লোই হো'ক্
তাহাতে কিবা করে।
যেমন যা'রে দেখে চোক
তেমনি শোভা ধরে ॥
কুন্তল মস্তক-শোভী—
কালো ত শিরে ধরি !
দংশি ঠোঁট মধু-লোভী
দিয়েছে মোটা করি !"
হেন ভাবি সঁপিল পত্রখানি—
উগরি' যেন অনঙ্গ !
সখী বলে "শুনিব শ্রীমুখ-বাণী !"
পত্র-পঢ়ে তবে রঙ্গ ॥
"পাঁচিশ ছাড়িল বাণ, পঞ্চবাণ চুবা'য়ে চুবা'য়ে
পাঞ্চালীর কালো-রূপ কালকূটে,
দ্বিগুণ পঞ্চ-নয়ন কাল-নীরে দিল রে ডুবা'রে—
মূর্খদের তবু কি নয়ন ফুটে !

তবু সেই কালাঞ্জন চক্ষে মাখি যাতনা নিভায় !
হায়রে আমার আজ সেই দশা !
কালিন্দীর কলেবরে কালি দেও রূপের প্রভায়—
কে তুমি গো যৌবন মদালসা !
এ মোর হৃদয়পুরী লঙ্কা-জিনি উঠিয়াছে জ্বলি—
ও তোমার দারুন কটাক্ষ বাণে !
গজেশগঞ্জন পদে ক্ষীণ প্রাণে কি হইবে দলি'—
নির্জীবে সজীব কর প্রেম-দানে ॥
বলিল ছদ্ম-রাণী "সখি লো বল্—
ওঁরে বলা মোরে না সাজে ।
সখী বলিল তবে "চাতুরী-ছল
সখীর প্রাণে বড় বাজে ॥
রূপ দেখিলে তবে নয়ন ভুলে—
সখীরে দে'ন নি তা' বিধি !
না-জানি ফুল-ধনু কি-হেন ফুলে
পরাণ দিল তব বিঁধি—
রেণু-পতনে যা'র হইয়া অন্ধ
কালো'কে নিরখিছ সাদা ?
কথা শুনি তোমার হয় গো সন্ধ
ধনেরই জান মর্য্যাদা ।
সিংহাসন বোলে' পরশ-মণি
যে এক আছে জম্‌কালো—

কুচ্ছিতেরে করে রূপের খনি—
অন্ধকার করে আলো !”
বলিল রঙ্গ-নাথ “রাজ্য ? ছোঃ !
পিরীতির কাছে রাজ্য !
রাজ্য প্রেমের কাছে ! সহে না ওঃ—
যন্ত্রণা অনিবার্য্য।
রমণীই জানি প্রেমের মূল—
তোমরা বুঝিলে না প্রেম !
হীরাকে পরকোলা করিছ ভুল !
তবে গো বিদায় হ’লেম !”
বলিল এক সখী “সখীরে বধি
যাওয়া কি তোমায় সাজে ?
সখীর দুনয়নে ঝরিছে নদী—
পরাণে তাহা না বাজে ?
রঙ্গ বলে “প্রাণ ফেলিয়া রাখি
অঙ্গ কভু যে’তে পারে ?
আশ কি মিটে কারো অমৃত চাখি
সুধা-সমুদ্রের ধারে !”
সখী বলিল “যদি সখীরে চাও—
সখীরে পা’বে নিরাপদে।
রাজ্য চাও যদি পা’বে না তা’ও—
ডুবিবে কুল-নারী বধে ॥

নিরখিল তোমায় কি যে ক্ষণে—
জানালার আড়ালে থাকি'।
প্রেমের বীজ সেই পশিল মনে,
ফল উঠেছে এবে পাকি ॥
সেই যে অবধি সখী "প্রেম প্রেম" ধরিয়াছে ধুও—
কাজ কর্ম্ম দেখে না শোনে না মুহু!
প্রেম এক চিনিয়াছে—সেই সাঁচা, আর সব ভুও!
রাত্রি-দিন প্রাণ করে হু হু হু হু!
কা'ল রাত্রে ঝাঁটা'য়ে ফেলেছে সখী সকল জঞ্জাল—
উন্মাদিনী হইলে আটকে কেবা!
সব রাজ্য সখীরে যৌতুক দিয়া চুকিয়াছে কা'ল—
রাত্রি-দিন করিবে প্রেমেরই সেবা ॥
"সখীরে যৌতুক দান!"
বলিয়া-উঠে রঙ্গ।
ধড়াস্ করি উঠে প্রাণ
অবশ হ'ল অঙ্গ ॥
সামলিয়া বলিল রঙ্গ
"যৌতুক না কৌতুক!
শুনিয়া তোমাদের ব্যঙ্গ
বিদরে মোর বুক!
না—তা' না—তবে কি না—ব্যঙ্গ
শুনিয়া হাসি পায়!

এতও জানো রঙ্গ ঢঙ্গ !
গড় করি গো পায় !
সখী বলে "হইলে শেষে
রাজ্যের কাঙাল !
এত দূর এগিয়ে এসে
ছাড়িয়া দিলে হা'ল !
ধন-রতন ঘর-দ্বার
হেলায় অবহেলি—
পীরিতি, যে, ক'রেছে সার,
ফেলো না তারে ঠেলি !
তোমার যা রাজ্য আছে
তাই সখীর সোণা !
চায় শুধু তোমার কাছে
কৃপা-নয়ন-কোণা !"
রঙ্গ বলে চটি' উঠি
বিরস করি মুখ
"ব্যাপার কি বল না ফুটি'—
নহে কি কৌতুক ?
মিছে কেন করিছ ব্যঙ্গ—
শিশু ত নাই কাঁচা !
বলিতে পারি ছুঁয়ে অঙ্গ
মন আমার সাঁচা !"

সখী বলে 'সখি লো তুমি
বদন কেন ঢাকি !
জলাঞ্জলি দিলে ভূমি—
কি আর আছে বাকি !
বলে ছদ্মরাণী "নাথ কি আর বলিব—কি না জানো !
রাজ কার্য্য রমণীর বিড়ম্বনা !
রাজ্য-ময় কেবলি কপট মনে কপাট ভেজানো !
রাজ্যের ত্রিসীমা আর মাড়া'ব না
আমায় নাথ ল'য়ে চল—
যা'ব তোমার সঙ্গে।
চাই মোরে চরণে দলো,
চাই তোলো পালঙ্গে !"
"তা' কি হয়" বলিল রঙ্গ
"রাণী তুমি দেশের !
হইবে যে শাসন-ভঙ্গ
পাইলে লোকে টের ॥"
বলিল ধনী "হা কপাল
দুঃখে পায় হাসি !
ছিনু রাণী—গেছে সে কাল—
এবে চরণ-দাসী !"
এতেক বলি ধনী কাঁদে,
সখীরা পাতে কল।

রঙ্গের চাদরে বাঁধে
রূপসীর আঁচল ॥
মজি গেল রূপসী ক্ষণেক বই রঙ্গের প্রণয়ে—
হাব-ভাব ঘোরালো হইয়া এ'ল।
মাগী-টা এগোয় যত রঙ্গ তত পিছোয় সভয়ে—
রোষে জ্বলে পা হৈতে মাথার তেলো !
বলে ধনী "প্রাণ স্বামী
মরায় কেন মারো !"
রঙ্গ বলে "পাগলামি
দেখিনি হেন কারো !"
বলে ধনী "না যাও নিয়ে
আটকি রব পথ।
অঙ্গের উপর দিয়ে
চালা'য়ো তুমি রথ ॥"
"আসি আমি" বলিল রঙ্গ
উঠিয়া তাড়াতাড়ি !
"মানায় বটে রঙ্গ ঢঙ্গ
এত না বাড়াবাড়ি !
শিবো শিবো শিবো শিবো
চাদর কেন কাড়ো !
মালায় ঘাড় পাতি' দিব
এখন মোরে ছাড়ো !"

"গিরে যে দেওয়া" বলে থামি
"করিল কোন্ জন!
ছাড়ি দেও আমায়—আমি
বাড়ী যাই এখন॥"
বসিতে বলে সুবদনী
চাদরে দিয়া টান।
চাদর ফেলি নৃপমণি
করিলা প্রস্থান॥

দশ হাত দূরে গিয়া বলে "আমি চলিলাম এবে,
অভিসন্ধি কি যে তোমাদের কিছু পেলেম না ভেবে।
স্বয়ম্বর-সভায় হইবে দেখা" এত বলি রঙ্গ
রথে চড়ি তড়িঘড়ি প'লাইলা, রণে দিয়া ভঙ্গ॥
নিমন্ত্রণ-পত্র পা'ন সিংহাসনে বসা'তে কুমারে;
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে মাথায় অমনি একেবারে॥
"সভা-মাঝে কেমনে দেখা'ব মুখ" ভাবে রাত্রিদিন।
সুখশান্তি গেল ঘুচি—মুখকান্তি হইল মলিন॥
বিরলে বসিয়া খালি উলটায় পালটায় মুখে
"যৌতুক না কৌতুক" কিছুতে আর সন্দেহ না চুকে॥

ছদ্ম-বেশ-ধারী উৎসর্গ

বা

উপসর্গ

শর্ব্বরী গিয়াছে চলি' ! দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধ-হীন দু-চারি রজনীগন্ধা ল'য়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথি ফেলি অসময়
স'পিল রবির শিরে বলি' এই "আশিষি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ মৃণালিনী হোক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার ! কুরূপা'র কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।"

গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য

প্রথম সর্গ

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে, বিপ্র-যুবা বিনা ভঙ্গে,
বহুকাল সখ্য-ডোরে বাঁধা।
বয়সের যে অনৈক্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা ॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, উদয় হইল মনে,
বোলপুরে করিব গমন।
সুরম্য প্রত্যূষ কাল, নিবেদয়ে দ্বার-পাল,
"অশ্ব রথ প্রস্তুত রাজন্ ॥"
আনন্দ উল্লাসে দোঁহে, চলে মহা সমারোহে
নিমেষে পাইল গঙ্গাকূল।
মুহূর্ত্ত না বিলম্বিতে, নিরখিল আচম্বিতে,
ভাগীরথী মহা হুলস্থূল ॥
ব্যোমে উড়াইয়া ধূম, শব্দে কাঁপাইয়া ভূম,
হন্ হন্ আসে বাষ্পযান।
ঝাঁকিল লোকের পাল, ক্ষুদ্র গাড়ি লয়ে মাল,
বেগে ধায় ব্যথিয়া পরাণ ॥

রবিতাপে পেয়ে ব্যথা, ছায়াতরু-তলে যথা
পথিক জনের ঘুচে খেদ।
তরণীর বাতায়নে পদ মাত্র পরশনে,
সব দুঃখ হইল বিচ্ছেদ ॥
আসন গ্রহণ প্রতি, দোঁহার না হ'ল মতি,
ইতস্ততঃ করে সংক্রমণ।
দৈবের কি দেখ লীলা, জামা গায় স্বল্প ঢিলা,
উত্তরিলা এক মহাজন ॥
শুভ্রকেশ শিরে ছাঁটা, যেন সজারুর কাঁটা,
অধিকাংশ নয়ন গোচর!
অবশিষ্ট অংশোপরি টুপি শোভে আহা মরি,
তেলোমাত্রে করিয়া নির্ভর ॥
দেহখানি শুষ্ক শীর্ণ, কে বলিবে জরাকীর্ণ,
অস্থিগুলি আছে মজবুত।
বয়স সোত্তোর ষাটি, খাড়া তবু যেন লাঠি,
পরাজয় মানে রবিসুত ॥
মানুষটি নির্ব্বিবাদী, ভদ্রতা বিনয় আদি
জিহ্বামূলে অনাহূত আসে।
নাহি বাঁধা নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোন ভাল মন্দ,
মনে যাহা বাক্যে পরকাশে ॥
মৃদু মন্দ ধীর গতি আইলেন তিনি তথি,
যাত্রী দোঁহে দাঁড়াইয়া যথা।

সহজ মিষ্ট ভাষায় পরিচয় জিজ্ঞাসায়
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিল কথা ॥
মোকর্দ্দমা ছিল তাঁর, সম্ভাবনা জিতিবার,
করিলেন তাহার বাখান।
এই বলিলেন শেষে, "সে কালে ছেলে বয়েসে,
ইংরাজে আছিল ভাল জ্ঞান ॥
আছিল প্রত্যয় দড়, ওরা সত্যবাদী বড়,
ভুলেও না কহে মিথ্যা-লেশ।
এবে একি চমৎকার, দেখি ভিন্ন ব্যবহার,
বঞ্চক শঠের এক শেষ ॥
যোগাড় করিনু কত, ছ মাস অনবরত
কত ক'ব সে সব তোমায়।
এখন ভরসা হয়, মোকর্দ্দমা হবে জয়,
বড় কষ্ট দিয়াছে আমায় ॥"
নিজের কার্য্যের কথা, অন্যের কি মাথা-ব্যথা,
সে বোধ নাহিক তাঁর মনে।
ভদ্রতার অনুরোধে, তাঁর বাক্য অবিরোধে,
শিরোধার্য্য করিল দুজনে ॥
এতেক যত প্রসঙ্গ, মুহূর্ত্তে হইল ভঙ্গ,
প্রাচীন যাত্রীর পরমাদ।
গোঁপ তাঁর অমায়িক, ছাপিয়াছে দুই দিক,
শ্বেতবর্ণ এই অপরাধ !

মহাজন গোঁপ-নিষ্ঠ, হইলেন গোঁফাকৃষ্ট,
মন্ত্র-বলে যেন সর্প ধরা।
সভ্যতার বাঁধ টুটি, কহিলেন, মুখ ফুটি,
কথা গুলি উপদেশ ভরা॥
"অমন সুন্দর গোঁপ, ওতে না দিলে কলোপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও-গোঁপখানি, সামান্য ত নাহি মানি,
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে!
ব্যয়মাত্র পাঁচ টাকা, একটি না রবে পাকা,
ইথে কেন করিছ কার্পণ্য।
নেড়া-গির্জ্জে যা'বা মাত্র, মিলিবে অতি সুপাত্র,
গুণী মাঝে যিনি অগ্রগণ্য॥
তাঁর হস্তে তব মোচ, পেয়ে কলপের পোঁচ,
অমনি হইবে কালো মিষ।
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা মধ্যে হবে গণ্য,
বয়ঃক্রম ঊনিশ কি বিশ॥
পাঁচটি টাকার তরে, গোঁপ থাকে অনাদরে,
ইহা ত পরাণে নাহি সয়।
টাকায় কি আসে যায়, টাকা কি গো সঙ্গে যায়!
সৎকাজে করিয়া লও ব্যয়॥
আমার এ গোঁফখানি এ তো অতি ক্ষুদ্র-প্রাণী,
তোমার উহার তুলনায়।

কটাক্ষেতে কলপের, চেহারা ফিরেছে এর,
ব্যাপারটি ভেলকীর প্রায় ॥
হেন উপদেশ, করি শেষ,
নিজ গোঁফের কেশ, গরবে হেরে।
নেত্র লভি তৃপ্তি, পায় দীপ্তি,
নিখিল গোঁফময়, আদরে ফেরে ॥
(আহা) আপন গোঁফময়
নয়ন ফেরে!
(মরি) নিখিল গোঁফময়,
নয়ন ফেরে!
দুজনা অবাক্! লাগে তাক্!
ফুলিছে মুখ নাক, হাস্যের লাগি।
চাপি রাখে তায়, ভদ্রতায়,
চাপিয়া রাখা দায়, উঠিলে চাগি ॥

ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে
গুম্ফোৎকর্ষবিধান নামকোহয়ং
প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

আরম্ভে নূতন সর্গ, শুন গো পাঠকবর্গ,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা চাই।

হও আসি মম সঙ্গী, চতুর্দ্দশ বর্ষ লঙ্ঘি,
উজান বাহিয়া লয়ে যাই ॥
প্রাচীন যাত্রীটি যিনি, বহু পূর্ব্বে তাঁরে চিনি,
দক্ষিণ প্রদেশে যবে বাস।
গোঁপের গোড়ার কাছে, সবে পাক ধরিয়াছে
রাহুকে বা শশী করে গ্রাস!
একটুকু ক্ষান্ত হও, অর্দ্ধ গ্রাস হ'তে দেও,
তাহা নহে, একি বিপরীত!
পাকের সবে শৈশব, এ সময়ে উপদ্রব
তার প্রতি হয় কি উচিত?
কিন্তু অদৃষ্টের লেখা, খণ্ডে না-ক এক রেখা,
সেই কালে বাবু একজন
মাথায় জরির তাজ, শরীরে জমকালো সাজ,
করিলেন কাছে আগমন ॥
বৃদ্ধ তিনি বিচক্ষণ কিন্তু সক বিলক্ষণ!
দেখিলে তাঁহার ভাব-গতি
মনে হয় অনুমান, আছে জুড়াবার স্থান—
দ্বিতীয় পক্ষের রূপবতী ॥
আপনি সুভোক্তা বড়, অন্যে খাওয়াইতে দড়
দিন-রাত্রি জ্বলিতেছে চুলী।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, অতিমাত্র উপাদেয়,
ভুঞ্জে লোক দুঃখ-শোক ভুলি' ॥

মসলা কোটার চোটে, হামান দিস্তায় ওঠে,
ঠুং ঠুং শব্দ অবিরল।
সৌরভ তথায় কিবা বিচরিছে রাত্রি দিবা,
মনোভৃঙ্গে করয়ে পাগল॥
এক প্রস্ত ভাজাভুজি, সম্মুখে হইলে পুঁজি
আর তাহা ফিরিয়া না যায়।
তার পরে উপনীত, লুচি মোণ্ডা মনোনীত,
ফল মূল পরের দফায়॥
বৃহৎ রূপার থালে, পাচক ব্রাহ্মণ ঢালে,
মাংসের পোলাও গাদা গাদা।
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে অম্বলের তার বাড়ে,
কে বুঝিবে ইহার মর্য্যাদা॥ *
কেবল আহার দানে, কভু না সন্তোষ মানে
বলবৎ হিতৈষণা তাঁর।
এবাড়ী ওবাড়ী ফিরি, সব-তাতে কর্ত্তাগিরি!
নাহি তায় বিষয়-বিচার।
ভকতির বেগ তাঁর, সামলায় সাধ্য কা'র,
সাধুটিরে বলিতেন "মুনি"।
(শ্বেত হৈলে গোঁফ ভুরু, মুনিত্বের হয় সুরু,
এ তত্ত্বটি জানেন না উনি!)

---

* পাঁটার হাড়ের [মাংসের নহে—হাড়ের] অম্বলের ইনি সবিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন।

কি মনে করিয়া এবে, সাধু নাহি পায় ভেবে,
এত প্রাতে কেন আগমন !
আস্তে ব্যস্তে ত্বরান্বিত, করি তাঁরে সম্মানিত,
বসিবারে দিলেন আসন ॥
বাবুজি ক্ষণেক পরে কহিলা আগ্রহ-ভরে,
"প্রস্তাব আমার এক আছে—
ভাবিতেছি পূর্ব্বাবধি ! শোনেন আপনি যদি,
বলি তবে আপনার কাছে ॥
কত আর মৌন র'ব—আসন্ন বিপদ্ তব !
এই বেলা হৌন সাবধান।
দেখেন না আরসীতে, কি হতেছে গোঁপটিতে ?
প্রতীকার উচিত বিধান !
হেন গোঁপ মনোলোভা, নিভ নিভ তার শোভা !
আর কি উচিত অবহেলা ?
যদি পরামর্শ চান, কলপ শীঘ্র লাগা'ন !
লাগা'ন কলপ এই বেলা !
মস্ত গুণী—শিল্পী ভারি—অদ্যই পাঠা'তে পারি !
কি আজ্ঞা করেন গুরুদেব ?
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, বিলম্বে কার্য্যের হানি
শুভস্য শীঘ্রং অতএব।"
সাধুটি এতেক শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি
সাত পাঁচ ভাবিয়া কহেন !

"করিলাম শিরোধার্য্য! কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য
অনিবার্য্য—মাপ করিবেন।"
বাবুজি সদয় মতি, না বুঝিয়া ভাল গতি
আপাততঃ হইলেন ক্ষান্ত।
সাধু প্রবোধিল মনে, বাঁচিলাম এতক্ষণে!
একি ঘোর বিপদে আক্রান্ত!
সাধু বিবেচক বটে, কিন্তু না আইল ঘটে—
হিতৈষণা কত বেগ ধরে।
যার যবে চাপে ঘাড়ে, স্বপ্নে না তাহারে ছাড়ে!
চাপা দিলে দাপাদাপি করে॥
রবি না হইতে অস্ত বাবু হন সমীপস্থ,
ভবি কভু ভুলিবার নয়।
সাধু ভাবে মনে মনে, "পুনর্ব্বার কি কারণে
গতিক বেয়াড়া অতিশয়।"
পূর্ব্ববৎ আক্রমণ, কি কহিব বিবরণ,
বিজ্ঞ বোঝে অত্যল্প বচনে।
গোঁপ লয়্যে টানাটানি, দিনরাত্রি নাহি মানি
লাগিলেন সাধুর পিছনে॥
বিনয়েতে সাধু কহে (বুঝি বা খেদাশ্রু বহে—
এইরূপ মুখের আকৃতি।)
"ছাড়ুন ছাড়ুন মোরে, নিবেদি চরণ ধ'রে
জানেন ত আমার প্রকৃতি!"

বাবুর দয়ার্দ্র চিত্ত, সাধুরে করি নিবৃত্ত,
বলে "সে কি কথা মুনিবর!
এতই অনিচ্ছা যদি, ক্ষান্ত হৈনু অন্থাবধি ;
হবেন না আপনি কাতর।"
এইরূপে দুই পক্ষ, বিস্তারিয়া নিজ পক্ষ
নিঃশব্দে হইল তিরোহিত।
এক দিন বাঙ্গালায় সাধু বসি নিরালায়
ভাবেতে আছেন বিমোহিত॥
দেখেন ইত্যবসরে, (হরে হরে হরে হরে !)
একে নেড়ে তাহে গুপ্তচর !
কিসের কী পাত্র হাতে—কী বস্তু যে আছে তাতে—
সাধুর জ্ঞানের অগোচর॥
সেলামিয়া বারে বারে, আইল সে গৃহ-দ্বারে
সাধু ভাবে "এ কি পাপ-দৃশ্য !"
বলে সে দুয়ারে থামি "কলপ-ওয়ালা আমি
পাঠালেন আপনার শিষ্য॥"
সাধু বলে "একি জ্বালা, এই বেলা শীঘ্র পালা
নতুবা উচিত শিক্ষা পাবি !"
যবন ঢুকিয়া ঘরে কলোপ বাহির করে !
কোথায় গড়ায় তাই ভাবি !
সাধু আর নাই সাধু (কে যেন করিল যাদু)
ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাসা-ফণী।

রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি—ধরেন ধরেন টুঁটি—
শ্মশ্রুধারী হটিল অমনি ॥
চউকাট ঠিকরিয়া, পড়িল সে হাঁ করিয়া
পাড়া-শুদ্ধ পড়িল ঝুঁকিয়া।
যবন ঝাড়িয়া দাড়ি, চলি গেল তাড়াতাড়ি,
দুই হাতে সেলাম ঠুকিয়া ॥
জ্ঞান করি লব্ধ, হয়ে স্তব্ধ,
মুখে নাহিক শব্দ, ভাবে মুনীশ
"হইত অগত্যা, নরহত্যা!
খেপিলে রক্ষা নাই মনো-মহিষ!
বেচারা গরিব, ক্ষুদ্র জীব,
দোষ করিল মনিব, ওর কি দোষ!
করিলি সম্পূর্ণ, দর্পচূর্ণ,
রে হলাহল পূর্ণ, দুরন্ত রোষ!

ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণকাব্যে
পূর্ব্বাক্রমণনামকোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ
সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

চড়িয়া মনের তরি, কালের তটিনী তরি”
ফিরে চল যাই সেই ক্ষণে।
বাষ্প-যানে যাত্রী তিন, মনোসুখে যেই দিন
কাল হরে মিষ্ট আলাপনে॥
তরণী তীরের প্রায়, চকিতে ওপারে যায়,
যাত্রী সবে দ্রব্যাদি গুছায়।
পশ্চাতে রাখিয়া পোত, চলিল লোকের স্রোত
পিপীলিকা হারি মানে তায়॥
উগরি ধূমের ধ্বজ, ফুঁসিছে আয়স গজ,
অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে।
গমনের অনিচ্ছায়, বারেক আগু-পিছায়,
তক্ তক্ ধক্ ধক্ দাপে॥
প্রথম ঘণ্টার রোল, লোকের বিষম গোল,
দ্বিতীয় ঘণ্টায় সব চুপ।
গজরাজ অগ্রসরে, ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধরে,
দূরত্বের সংহার-লোলুপ॥
পশ্চাতে শকট-যূথ, দেখিবারে অদ্ভুত,
টানি লয়ে চলিল গৌরবে।
পদ-বিমর্দ্দন চোটে, মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে,
বিদরে আকাশ নাসা-রবে॥

সর্ব্বজন হিত-কাম ভদ্রতার এক ধাম,
কলপ-বল্লভ মহাজন।
অল্প উপলক্ষ্য পেলে, কিবা বৃদ্ধ কিবা ছেলে,
সবা প্রতি করেন যতন॥
লঙ্ঘিয়া নগর গ্রামে, আড্ডায় যখন থামে,
করিবর হাঁপ ছাড়িবারে ;
মহাজন গুম্ফধারী, পাত্রে করি ল'য়ে বারি
চৌদিকে তাকা'ন বারে বারে॥
সহসা করিতে পান, না করেন ভাল জ্ঞান;
দিতে যা'ন তাহা সাধুবরে।
মনে উপজিতে তর্ক, হইয়া কিছু সতর্ক,
কোন্ জাতি জিজ্ঞাসেন পরে॥
সাধু টানি লয়ে হস্ত, বলেন "আমি কায়স্থ,"
কহিলেন তবে মহাজন
"সেবি আমি অহিফেন, যদি অনুমতি দেন,
আমি আগে সাধি প্রয়োজন॥
দুধ সহে বিনা ক্লেশে, আমাদের এ বয়েসে
অহিফেন বড় অনুকূল।
অহিফেনে আয়ু বাড়ে, মজ্‌বুতি হয় হাড়ে,
শীঘ্র নাহি পাকে গোঁপ চুল॥"
হেন কথা হৈতে সাঙ্গ, মাতঙ্গ সে আয়সাঙ্গ,
মেমারির আড্ডায় থামিল।

গুছাইয়া দ্রব্য আদি, মহাজন নির্ব্বিবাদী,
শিষ্টাচার করিয়া নামিল ॥
হেতায় নিরালা পেয়ে, পরস্পর মুখ চেয়ে,
মনোসাধে হাঁসিল দুজনা।
থামিলে হাস্যের কোপ, সাধু বলে "পাপ গোঁপ
কামাইলে যায় যে যন্ত্রণা!"
বিপ্র কহে হাস্য ভরে, এমনো কি কাজ করে,
গোঁপ তুল্য আছে কি রতন।
কালো গোঁপ মনোলোভা, বাড়ায় মুখের শোভা
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ ॥
গোঁপের অবহেলায়, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়,
তা দিলে যোগায় আসি তূর্ণ।
মহা মহা গুম্ফী যাঁরা, দিক্‌পাল-সমান তাঁরা,
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ ॥
একি মোর পাগ্‌লামি! গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হ'ন,
বাণী হন বাণীর ভিখারী ॥
শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য, কবি-কুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্ট সিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা ॥

পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে ॥

ইতি শ্রীগুম্ফাক্রমণ কাব্যে
গুম্ফমাহাত্ম্য নামকোঽয়ং তৃতীয়ঃ
সর্গঃ
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ

কালিদাসের

মেঘদূত

পূর্ব্বমেঘ

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি!
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্ব্বত উপরে;

* এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

দেখিতে হইল আর এমনি মতন—
করী যেন বেলা-ভূমে হানিছে দশন।
ঘনোদয়ে সুখীদেরও টলি যায় মন।
কেমনে থাকিবে স্থির বিবাসী যে জন॥
হইল যক্ষের মনে,—প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল-সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই?
মেঘে দিয়া হেন কার্য্য করিব সাধন।
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ।
নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ্য বিরচিয়া,
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া—
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।
হে মেঘ! তোমায় আমি জানি সবিশেষ,
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্ব্বদেশ।
বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে,
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে।
মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থকও হয়,
সেও ভাল, তথাপি অধমে কভু নয়।
তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার—
ধরা'রে দেখিলে খরা ত্যজ বারিধার;
সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।

যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।
বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়ী ঘর।
বায়ু-পৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্
হইবে যখন তুমি আকাশ-পথিক,
প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি
বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি।
তোমা-দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়,
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়!
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল,
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল;
আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল,
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল।
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেন না, কুসুম সম অবলার মন—
আশা-বৃন্তে করি ভর সামলে পতন।
মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল
শুনিয়া গর্জ্জন তব হইবে ব্যাকুল,

পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

ছাড়িয়া সকলে আর মানস-জলধি
সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি।
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার,
শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার ;
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়
উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়।
প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নব বৃষ্টি জলে,
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে।
কোথা কোথা হ'য়ে যাবে পূর্ব্বে শুন বলি,
গিয়া কি কহিবে, পরে বলিব সকলি।
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর,
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির।
অনায়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান—
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান।
এ স্থান হইতে তুমি করিয়া উত্থান
উত্তর-মুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ।
"একি ঝড়! মাগো মাগো দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর!"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে।
দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু—
নানা রত্ন আভায় শোভয়ে যার তনু ;

ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী,
শিখিপুচ্ছে শ্যাম যথা মন করে চুরি !
মাল ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত,
জল পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত ।
জানে না কৃষকবধূ ভুরুর বিলাস ;
চাসের বিধাতা তুমি—তাদের বিশ্বাস ।
তা' সবারে তুমি যবে দিবে দরশন—
পি'বে গো তোমায় তা'রা ভরি' দু-নয়ন ।
দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম-নিমগন
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন ।
দাবাগ্নি থামিবে তার তোমার কৃপায়,
মাথায় করিয়া তাই পূজিবে তোমায় ।
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল-বরণ,
নিম্ন দেশ আম্রফলে পাণ্ডু-দরশন ।
দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে,—
স্তনের উদয় যেন ধরণীর বুকে ।
নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর,
বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগর ।
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন,
কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন ।
নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর,
বিন্ধ্যপদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ;

পাষাণ-রাশির মাঝে শুভ্র ধারা ঝরে,
মালা ছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে।
শাখা-পত্র ফল-ভরে স্রোতোমুখে পড়ি
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি।
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দুজল,
দেখিছে কিন্নরীগণ, চিত্তে কুতূহল।
সারি গাঁথি বকপাঁতি যাইছে উড়িয়া,
তাহাদেরো একে একে দেখিছে গুণিয়া।
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার,
থমকিবে দিগ্-দশ ধমকে তাহার।
অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে
আঁকড়িয়া ধরিবে—যে যারে ভালবাসে।
সঙ্কল্প যদিও তব সত্বর গমন,
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ।
গিরিরাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে,
নড়িতে চাবে না তুমি সুগন্ধেতে ভুলে।
ময়ূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকারবে
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে, গা তুলিবে তবে।
আগু-বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়,
তখন গিরির কাছে লইবে বিদায়।
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণায় গিয়া,
সৌরভে পূরিবে বন কেতক ফুটিয়া।

বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়,
শাখে শাখে দেখা দিবে বায়সের নীড়।
যত আর জম্বুফল—পাকি দলে দলে
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত-সকলে।
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা,
কিছুদিন রবে হেথা হংস যত কক-টা।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী,
কি কব তাহার আমি অপূর্ব্ব বাখানি!
বেত্রবতী নদী সেথা অপরূপ শোভে—
মাতিবে দেখ্‌চি তুমি পড়ি তার লোভে।
তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ,
চুম্বি তারে তোমার কত-না হবে সুখ!
শর শর শব্দ হয় তীরদেশে তার,
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার।
গিরি এক আছে সেথা, নীচ তার নাম;
তদুপরি ক্ষণকাল করিবে বিশ্রাম।
গিরির কদম্ব যত হবে বিকশিত—
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত।
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে সেথায়,
শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়া গায়।
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে,
কর্ণে গোঁজা পদ্ম ফুল পড়ে ঢুলে ঢুলে।

রবি-তাপে তারা অতি হইবে আতুর,
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া ক'রো শ্রম-দূর।
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে
উজ্জয়িনী যাইতে লয়োনা কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার
চমকি খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার।
সে সব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি,
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি।
নির্বিবন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া তা'র পর
সুখরস আস্বাদিতে পাবে বহুতর।
পরিধানবস্ত্র তার খসে স্রোত-ছলে,
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে।
নাভি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটিত,
দেখাইবে হাব ভাব কতই সরিৎ।
যেহেতু জানিও স্থির, নারী সবাকার।
প্রথম প্রণয়-ভাব বিভ্রম বিকার।
যাইবে তাহার পর সিন্ধু নদী কাছে,
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে ;
জীর্ণপাতা ঝরি ঝরি তট-বিটপীর
হ'য়েছে পাণ্ডুরচ্ছবি সুতনু শরীর।
বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ
দেখাইতে সে তোমায় করিবে যতন।

অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি।
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে
স্বর্গ খণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে ;
শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব
ছাড়িবে মত্ততা বশে পটু উচ্চরব।
পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন,
কামিনীর দেহজ্বালা করিবে হরণ !
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব,
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ।
কামিনীর পায়ের আল্তার রাঙ্গা দাগ
স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ ;
এ সব সুন্দর স্থানে শ্রম ক'রো দূর,
তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে ময়ূর।
গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘসা চূর
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর।
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম,
পুণ্যলাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম।
শোভে তার চারি পার্শ্বে উদ্যান কাননে,
হেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে।
প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে,
ভূতগণ সে-কারণ দেখিবে সাদরে।

দেব-প্রভু মহাকাল আছেন সেখানে,
যাবে তুমি একবার তাঁর বিদ্যমানে।
যাবৎ তপন-দেব না যা ন সরিয়া,
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া!
অতঃপর সন্ধ্যা পূজা হলে উপনীত,
গর্জ্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত।
চামর হেলায় তারে বারাঙ্গনা যুটি,
ক্ষণে ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি।
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টি জল,
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল।
সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহের কালিমা
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা।
বিরাজ করিবে ইথে আকাশ উপর,
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর।
রক্তমাখা হস্তি-ছাল তাঁর বড় প্রিয়,
মিটাইয়া হেন সাধ তুমি দেখা দিও।
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে,
দেখিবেন এক দৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে।
পথ ঘাট ঢাকা দিবে যখন তিমির—
সূচিতে বুঝি বা বিঁধে এমনি নিবিড়,
যাইবে কামিনীগণ প্রিয় নিকেতনে,
তাদেরে দিও না ত্রাস ভীষণ গর্জ্জনে।

পাথরে সোনার কষ দেখিতে যেমন
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মতন।
সে রাত্রি কোথাও কোনো অট্টালিকা ছাতে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাথে।
খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটি রজনী
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী।
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন,
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন।
হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্র-বারিধার।
অতএব তপনের পথ এ সময়
আটক কর'না যেন হ'য়ে নিরদয়।
যে নলিনী সারারাত হতে ছিল সারা
বরষিয়া অবিরত শিশিরাশ্রু ধারা,
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা,
স্বকরে পুঁছিবে রবি অশ্রু ফোঁটা-ফোঁটা।
এ সময়ে যদি তার কর কর-রোধ
সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ।
প্রসন্ন মানস রূপী গম্ভীরার জলে
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব-ছলে।
সফরী খেলিছে সেথা সদাই চঞ্চল,
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল।

বৃষ্টি জলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে।
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর
পাকিয়া উঠিবে যত কানন-ডুম্বর।
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন,
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে ব্যজন।
তথা গিয়া স্কন্দ দেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ
মস্তকে করিবে তাঁর ফুল-বৃষ্টিপাত।
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে,
স্ফুরয়ে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে।
গিরিপরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ,
ময়ূর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ,
পুচ্ছ খণ্ড ল'য়ে যার উমা মৃদু হাসি
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভালবাসি।
কার্ত্তিকেয় দেবতার করি আরাধন,
তদুত্তর যাইবে গোমতী-নিকেতন।
জল লাগি বীণা-তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ,
সিদ্ধ দ্বন্দ * তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ।
প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে
গন্ধর্ব্বে দেখিবে শোভা দিব্য কুতূহলে।

---

* সিদ্ধ নামে একপ্রকার অলৌকিক পুরুষের কথা কাব্য-পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; ইহারা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অমরা প্রভৃতির দল-ভুক্ত।

নদীরে দেখিবে তা'রা, যেন মুক্তাহার—
ইন্দ্রনীল মণি তুমি মধ্যদেশে তার।
হেতা হতে যাবে যবে হইয়া বিদায়
দশপুর-বধূগণ দেখিবে তোমায়।
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে,
কৃষ্ণসার-প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশয়ে।
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি,
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারাগুলি।
ব্রহ্মাবর্ত্তে অতঃপর হ'য়ে উপনীত
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত।
কত ক্ষত্রিয়ের মুখ—তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
হয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারাপাতে।
প্রতিবিম্বে পরশিয়া সরস্বতী জল
বর্ণে মাত্রে রবে কালো, অন্তরে নির্ম্মল।
যে হালা-মদের তরে পাগল পরাণ,
ছাড়ি—কান্তা-সনে তাহা একপাত্রে পান,
পূর্ব্বে বলরামদেব আসি শুষ্কগলে
মিটাতেন তা'র সাধ হেন নদীজলে।
কনখল সন্নিধানে দেখিবে গো গিয়া
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রী বাহিয়া।
গৌরীর ভ্রুকুটি দেখি হাঁসি ফেন-ছলে
উর্ম্মি-হস্ত দ্যা'ন্ যিনি শিবের কুন্তলে।

জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান,
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান।
বিশ্রাম করিবে পরে হিমাদ্রি উপর,
মৃগনাভে সুগন্ধি যাহার পরিসর।
ধবল অটল হিমে শিখর যতেক,
শিলাতলে আছে বসি হরিণ অনেক।
হেন কালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল,
দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা ;
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারি ধারা।
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন,
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন ?
তোমারে দেখিবে যেই সরভ সকল
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল ;
শিলাবৃষ্টি বরষিয়া খরতর ধারে
ছিন্নভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে !
শঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত
তথাকার একস্থানে আছে প্রকাশিত।
[illegible] হয় পাপতাপ ক্ষয়,
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয়।
গিয়া তথা ভক্তিভরে হইয়া প্রণত
প্রদক্ষিণ করো যেন তারে বিধিমত।

বংশে বংশে পবন ফুকরে মনোহর,
ত্রিপুর-বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর।
মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার নিনাদ,
সঙ্গীতের কোনো যাইবে না বাদ্।
অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে হইয়া উত্থিত
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ।
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে
ভাঙ্গিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে।
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত,
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত!
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি,
রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাঁসি।
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ
বলরাম স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস।
কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই,
পায়চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই।
সোপান-রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে,
অন্তরের জলরাশি রাখিয়া দমনে।
বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত,
জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত।
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক
গর্জ্জন ছাড়িবে এক রাঙাইয়া মুখ।

অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হ'বে থত-মত।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান।
মানস সরসী হতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যেথা সোণার কমল।
ঐরাবত মুখে কভু হবে পট্টবাস,
কল্পতরু পরে কভু দিবেক বাতাস।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী সমা
শোভয়ে অলকাপুরী, নাহিক উপমা ;
গঙ্গা তার পরুন-শাড়ীর শোভা ধরে,
খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ-রস ভরে।
তোমাসম জলধর কতই সেথায়
অপরূপ শোভাকরে হর্ম্ম্যের মাথায়।
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে,
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে।

—

উত্তরমেঘ

অট্টালিকা কত শত   সাজিয়াছে তোমা মত,
দেখিবে হে গিয়া অলকায় ;
তোমায় তড়িত মালা,   সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা দুজনায় ;
তোমার গর্জ্জন স্বর   শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায় ;
তোমার অন্তরে জল   পরকাশে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায় ।
ইন্দ্রধনু তোমা-দেহে,   অলকার গেহে গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
হর্ম্ম্যগণ সুশোভন,   উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ ।
আলো করি গৃহমাঝে   বধূগণ কিবা সাজে,
কুসুমের অলঙ্কার গায় ।
সে সব পড়িলে মনে,   প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
কোথা ছিনু—এসেছি কোথায় !
পঙ্কজ তাদের করে,   শিরীষ শ্রবণ পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে ;

কপোল-চুম্বন-লোভে, অলকেতে কুন্দ শোভে
কদম্ব বিরাজে কেশপাশে ;
সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল
ঋতুর শাসন সব টুটি ;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাঁসি হাঁসি মুখ
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হ'য়ে কেকা রবে,
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশা যায় আঁধার ভুলিয়া।
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা, জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ।
অট্টালিকা-শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দ-বেশে,
সঙ্গে লয়ে রামা কতগুলি—
যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপান রসে রসি',
মনের কপাট দেয় খুলি।
মন্দাকিনী-উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া মণি মুক্তা ঢাকা দিয়া,
খুঁজিবারে এ উহারে বলে।

প্রিয়ার বসন ধরি টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ,
মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ।
মেঘেরা কৌতুক চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে,
গৃহ মধ্যে করিয়া প্রবেশ—
কেহ পাছে টের পায়, ভয় পেয়ে চলি' যায়
ধূমের ধরিয়া ছদ্ম বেশ।
প্রিয় আলিঙ্গন-ভরে, প্রাণান্ত হইয়া মরে,
কামিনীরা নিদাঘ জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত মণিগণ, করে তাহা নিবারণ,
ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটায়।
নিশীথে কামিনীগণ, যায় প্রিয়-নিকেতন,
চিহ্ন তারপাওয়া যায় প্রাতে ;—
পথের মাঝেতে পড়ি মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে।
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে,
ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরু-ধনু দৃষ্টিশরে, তার কাজ সিদ্ধ করে,
নবীনা কামিনী যতগুলি।
কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—

সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটী ধারে, অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস সরে, করো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে, গিরি সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী দারু, চারিধারে শোভে চারু,
তোমায় তড়িত যেন সাজে!
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটি অলি কুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।
অশোক ভাবিছে মনে, * পাব আমি কতক্ষণে
বধূটীর চরণ-আঘাত!

---

* পূর্ব্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে পুষ্পিত হয়, এবং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা?
বকুল ভাবয়ে দিবা রাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোণার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নির্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে।
এবে উহা শূন্য প্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস অবসানে।
শীঘ্র যাইবার তরে ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর।
চপল চপলা ঝাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
আলো করি ঘরের ভিতর।
প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গাময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।
তনু তার কলেবর, কটী তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহন।

বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বা ধাতার।
অন্তরে বিরহ-ব্যথা, দুই একটী মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার।
চক্রবাকী একাকিনী, কিম্বা মৃদু মৃণালিনী,
যে রূপে পোহায় বিভাবরী,
বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন
প্রাণপ্রিয়া সেই রূপ করি।
কাঁদি কাঁদি সারাক্ষণ ফুলিয়াছে দু' নয়ন,
ওষ্ঠ দুই আগুন নিশ্বাসে।
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া,
কেশপাশ এ পাশ ও পাশে।
হয় ত দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ;
নয় ত বিরহ ভাব মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর।
নয় ত সারীরে কয়, "তারে কিলো মনে হয়,
তুই তো রসিকা বড় জানি ;

কাহুকে সে তোর মত, বাসিত না ভাল অত,
সদাই শুনিত তোর বাণী।”
কিংবা যে ক’ মাস বাকী, ফুল তটি ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুণিয়া গুণিয়া।
আমার সঙ্গমসুখে মনে আনি সকৌতুকে
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া।
মলিন বসনোপরি, বীণাযন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন—
নেত্র জলে ভিজে তার, গাওনা ক্রন্দন সার,
গলে আট্‌কায় ক্ষণে ক্ষণ।
কাজ কর্ম্মে দিনমানে, থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে
ভূঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি দুয়ে
খুলিবে যতেক আছে মনে।
ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্ব্বদিক সীমানায়, কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন।
মনে মাতি মম সনে মুহু থাকে অন্য মনে,
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
যন্ত্রণার অশ্রু-জল, বহে যত অনর্গল,
করে তত এপাশ ওপাশ।

অমৃত শিশিরময় শশীর কিরণচয়
পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া,
পূর্ব্বেকার মনে করি দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া।
অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
সুশোভন দুইটি নয়ন,
বরষার দিবাভাগে অর্দ্ধ মুদে অর্দ্ধ জাগে
স্থলজাত নলিনী যেমন।
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখি,—
অশ্রুধারা অনিবার আটকে নিদ্রার দ্বার
শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখী।
অলঙ্কার পরিহরি, প'ড়ে আছে শয্যোপরি,
দেখ যদি তার কলেবর—
দুঃখ না রাখিতে পারি তোমারো হে অশ্রুবারি
ফেলিতে হইবে জলধর।
বল্‌চি ব'লে এত ক'রে, ভেবো-না মোরে বাচাল
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই!
অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা,
আঁখি এবে ঠারে না বিলাসে;

তোমায় দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষমালী,
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে।
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনের মুখ ;
স্বপনে পাইয়া মোরে বাঁধিয়াছে বাহু-ডোরে
ঘুচাইয়া দিও না সে সুখ।
বনের মালতী-জালে উঠাইয়া প্রাতঃকালে
সজল শীতল বায়ু দিয়া,
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে
কহিবে কি—দিতেছি বলিয়া।
এইরূপ তারে কবে, "শুন ওহে অবিধবে,
সখা আমি স্বামীর তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হ'তে
আসিয়াছি লয়ে সমাচার।
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে
গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া,
উতল অলকাটির পুঁছিবারে অশ্রুনীর
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া।
এতেক শুনিয়া কাণে, তাকাইয়া তোমা পানে
হনুমানে জানকী যেমন
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন।

এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার ;
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে,
তোমার কুশল সমাচার।
তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ
মনোরথ মাত্রে করি সার।
তপ্ত দেহ দুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার
দু ধারে নয়ন বারি-ধার।
সখীদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখ পানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত,
কন্ত যেন কথা আছে, ফুসিত কাণের কাছে,
তোমার সে এত অনুরত,—
এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে !
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া
কি কহিছে সকাতর মনে।
হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায় ;
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখিপুচ্ছে কেশভার ;
এক ঠাঁই কিছু নাই হায় !
কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা হেন,
শিলাপরে লিখিয়া যতনে।

মোরে তব পদে ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দুনয়নে।
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ;
বনের দেবতা যারা, এ সব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায়।
দেবদারু ঢুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া
এই যে বহিছে সমীরণ,
তোমায় কখন যদি, ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি,
তবে আমি করি আলিঙ্গন।
কেমনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে ;
মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
হুতাশন জ্বালাইছে মনে।
দশাচক্র নহে স্থির, হেন মনে জানি স্থির,
কোন মতে কাটাই জীবন ;
তুমিও হে দিন দিন, শরীর ক'রো না ক্ষীণ,
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ।
জাগিবেন বিষ্ণু যবে, শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষু মুদি থাক এ ক' মাস।
শরদের জ্যোৎস্না রাতে, মন-সুখে এক সাথে,
পরে মিটাইব যত আশ।

পতি তব মোর কাছে, যাহা যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি ;
শুনিলে যে সমুদয়, না যদি প্রত্যয় হয়,
অভিজ্ঞান-বাক্য শুন বলি।
পড়িয়া সখার বুকে, শুয়ে ছিলে মনসুখে,
ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি ;
কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি
ক্রন্দনের মত করি ধ্বনি।
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কৌতুকচিতে,
"দেখিলাম ওহে ধূর্ত্তরাজ !
যেন অন্য কারো সঙ্গে মাতি আছ রসরঙ্গে
ছি ছি ছি এমন তব কাজ !"
এইরূপ শুনাইয়া কোন মতে থামাইয়া
আসিবে আমার প্রেয়সীরে ;
প্রথম বিরহ জ্বালা, এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে।
নিরুত্তর আছ বোলে, মোরে যে বিমুখ হলে,
এ কথা কভু না আমি মানি ;
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,
নাও কোন শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই, এমন চাহিতে নাই,
কি করিব মারা যাই প্রাণে।

ঘুচাইতে কারো দুখ, নহ তুমি পরাঙ্মুখ;
তোমায় সকল লোকে জানে।
সমাপিয়া মোর কাজ, পরে ওহে ঘনরাজ,
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ ;
বরষার শুভ যোগে, থাকো চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ।

উত্তরমেঘ সমাপ্ত

সেরা মালি

কবি বলিল ঃ—

বসন্তে কানন আজি কুসুমে কুসুম।

এ দুদিন কোকিলের চক্ষে নাহি ঘুম॥

কবিসখা বলিল ঃ—

আরে রাম! অবিরাম কুহু কুহু কুহু!

কৃপা করি ওহে পিক ক্ষান্ত হও মুহু!

শেষ রাত্রে পঞ্চম সপ্তমে যবে চড়ে,

শিয়রের গোড়ায় ডাকাত যেন পড়ে॥

কবি বলিল ঃ—

হুহু শ্বাস ছাড়িল দক্ষিণ দিগ্‌বধূ।

কুহু স্বরে অমনি উত্তর দিল মধু॥

কবিসখা বলিল ঃ—

তোমার মধুর পায়ে করি আমি গড়।

ফুলকফি কাড়ি নি'ল গালে মারি চড়॥

বদলি দিলেন যাহা—কদলিরই ভাই—

বকুল আম্র-মুকুল ভস্ম আর ছাই!

কবি বলিল ঃ—

বকুল নয়ন-শূল কর্ণ-শূল পিক!

চেপেছে বিরহ-জ্বর—ভাল না গতিক!

কবিসখা বলিল ঃ—

কবিরাজ বটো কিন্তু নাড়ী-জ্ঞান নাই।
মোর কাছে বিরহের খাটে না বড়াই।
বিরহের পিতা যিনি (প্রেম যাঁর নাম)
দূর-হৈতে মোরে তিনি করেন প্রণাম॥

কবি বলিল ঃ—

কবি যা'তে ডুবি থাকে—রস অতি গাঢ়।
তাহা যদি ভঙ্গ কর, সঙ্গ মোর ছাড়'॥
তোমার বচন-শেলে মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা,
মৃতপ্রায় কোকিলের ফুরিছে না কথা॥
মনেই রহিল তার মনের বারতা।
নৃত্যগীতে ক্ষান্ত দিল নিকুঞ্জের লতা॥

কবি-সখা বলিল ঃ—

ক্ষান্ত দিবে তুমিও আসিবে যবে জল।
ভরসা আমার এই ছাতাটা কেবল॥
করিয়া আইল মেঘ এ যে বিলক্ষণ।
চিকুর হানিছে অই! ভাল না লক্ষণ!

কবি বলিল ঃ—

জল আসে আসুক! মরিব আমি ভিজে।
আমার ব্যথার ব্যথী ঋতুরাজ নিজে॥
চারু তরু-লতায় ফুটেছে চেকনাই।
তার পানে তোমার আদবে চোক নাই॥

যখনি উঠিছে জাগি বাতাস দখিনে—
আসিছে বকুল গন্ধ ! গাছ তো দেখিনে !
কবিসখা বলিল :—
জেলের ছেলেটি যেথা ধরিতেছে মাছ ;
ঝিলের ওপারে অই বকুলের গাছ ॥
পাশের কুটীরখানি পড়ি' নাই খালি ।
কে যেন গাঁথিছে মালা ; বোধ করি—মালী ॥
হিতবাক্য এ মোর ক'রো না অবহেলা ।
অই ঠাঁই চল যাই শীঘ্র এই বেলা ॥
ভেবেছিনু বৃষ্টি হ'বে, ঠিক্ তাই হ'ল ।
পারো যদি ছাতা-খানা টেনেটুনে' খোলো ॥
ততক্ষণ আমি গিয়া মালীরে শুধাই—
ঘরে যদি দুই দণ্ড দিতে পারে ঠাঁই ॥

কবির বিপদ

পড়িল দু-এক ফোঁটা কবির মাথায় ।
খোলে না যে ছাতা-খানা, একি হ'ল দায় ।
দ্বিতীয় তৃতীয় টানে খুলে' গেল ছাতা ।
ভিজিবার দায় থেকে বেঁচে গেল মাথা ॥
ঘোর করি এ'ল মেঘ শ্যামাইয়া তরু ।
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডমরু ॥
ঝিলের ওপারে হেরি কুঁড়ে ঘর-খানি,
কবিরে কবির মন করে টানাটানি ॥

ঝিল সে বৃহৎ দীঘী সওয়া কোশ পাক্কা।
ঘুরিয়া যাইতে হ'লে দু ঘণ্টার ধাক্কা।
বাঁকিয়া হ'য়েছে পথ নয়নের আড়'।
দ্বীপের করিছে ভান গাছে-ঢাকা পাড় ॥
ক্ষণেক ফিন্‌কি ধারে নামিয়া নিস্তব্ধে,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ঝুপ ঝাপ শব্দে ॥
ডুব্‌ড়িয়া যায় ছাতা বৃষ্টির থাবোড়ে।
ভুঁয়ে লপটায় কোঁচা হ'য়ে লড়্‌বোড়ে ॥
গুটাইয়া ছাতাটা, আঁটিয়া মালকোঁচা ॥
কোমর বাঁধিয়া কবি দৌড় দিল চোঁচা ॥

আপদঃ শান্তি

দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য-বদনে সখা দুয়ার আগলে ॥
বলে কবি "বন্ধুর এমনি বটে কাজ!"
হাসে আর কান্ত-হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ ॥
চৌকাট ডিঙা'বে যেই, খাইল হোঁচোট্।
"আরে! আরে!" বলে সখা "লাগেনি তো চোট্?"
পিছলিয়া পড়িতে পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা "হেচ্ছো!" করি হাঁচে
বলে আর "কবিত্বের রাম-শাম কীট
জলে ভিজি এইবার হইয়াছে টীট!

মূর্ত্তি যে হ'য়েছে তব—কেমনে বাখানি !
বাসী হইলেই ফলে কাঙালের বাণী ॥”
কবি বলে “ফলিবার হইলেই ফলে।
বাণীর পিতার লেখা বাণীতে না টলে ॥
যা হো'ক্—এখন আর চিন্তা নাই কোনো।
হস্তে ওটা কি তোমার গুটোনো সুটোনো ?”
সখা বলে “হস্তে মোর দেখিতেছ এ যা—
জীবদ্দশায় ছিল ব্যাঘ্র মহাতেজা ॥
মালীর সহিত ছিল প্রণয় অত্যন্ত।
নিত্য খাওয়াইত মালী বরাহ জীয়ন্ত ॥
পিঞ্জরের দ্বার খুলি মাঝে মাঝে মালী
ডাকিত আদর করি “করালী ! করালী !”
কোলাকুলি হৈত আর স্যাঙাতে স্যাঙাতে।
পিঞ্জরের দ্বার খুলি একদিন প্রাতে
অনেক ডাকিল মালী—না পাইল সাড়া।
ভাবিল 'বাঘার বুঝি লাগিয়াছে জাড়া' ॥
গাত্র নাড়াচাড়া দিয়া দেখে শেষে মালী,
শরীর পিঞ্জর-খানা হ'য়ে গেছে খালি ॥
তেরাত্রি ত্যজিল মালী নয়নের বারি।
চর্ম্মের হইল শেষে উত্তরাধিকারী ॥
ভিজিয়া গিয়াছে ধুতি, ছাড়ো অতএব।
পরি' এই বাঘছাল সাজো মহাদেব ॥

বৃষ যদি চাও তবে পাদুকা-ওদুটি
হ'য়েছে জীয়ন্ত বৃষ, জলে ফুলি উঠি ॥
পাঁজোর বেরোনো ছাতা ত্রিশূল মন্দ না।
কবি বলে "অপূর্ব্ব এ শিবের বন্দনা !
পাইলে লুফিয়া নৈত অন্নদা-মঙ্গল।
পথে হাটে ছড়া'য়ো না রসের সম্বল ॥"
এত বলি ব্যাঘ্রছাল কটিতে আঁটিয়া,
করিল কৈলাস-গিরি মালীর খাটিয়া ॥
চপলা চলিয়া গেল রাঙাইয়া চোক।
আরম্ভিল অমনি মেঘের ডাকডোক ॥
তড়তড় শিলা পড়ি ছেয়ে ফ্যালে মহী।
গলা ছাড়ি ডাকে ভেক গোলাগুলি সহি ॥
অদৃশ্য হইয়া গেল তৃণ-আস্তরণ।
তবু ছাই জলধারা না মানে বারণ ॥
চাহিয়া দেখিল কবি মালী নাই ঘরে ॥
সখারে শুধায় তাই "এ বৃষ্টি বাদরে
ভিজিতে ভিজিতে মালী গেল কোথা ভাই ?"
সখা বলে "আমিও তো ভাবিতেছি তাই !
অই আসিতেছে মালী ! পুঁটুলিতে কি ও !
তপ্ত মুড়ি এনেচ যে ! শতবর্ষ জিও !"
উপস্থিত করে মালী চারি ধামা মুড়ি।
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গামছা দিয়া মুড়ি' ॥

ঝাঁঝালো সর্ষপ-তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড।
কবি বলে "সর্ব্বনাশ! করিছ কি কাণ্ড!
হাতির খোরাক এ যে! হরে হরে হরে!
এ দু-ধামা রাখো তুমি আপনার তরে॥"
এত বলি মুঠামুঠা মুড়ি করে পার।
চারি ধামা হ'য়ে গেল নিমেষে উজাড়॥
পাতিয়া তখন মালী কলা-পত্র থালা,
সাজাইয়া রাখে দুটা নারিকেল-মালা।
আনিয়া ঘটিতে করি ক্ষণপরে মালী,
সেই দুই পাত্রে দিল গরম চা ঢালি॥
সে চা'র জনম-ভূমি ঝিলের ওধার।
মালঞ্চের মুখ ম্লান সুগন্ধে তাহার॥
চা চাখিয়া বলে কবি "জানো কি গো জাদু?
চা কোথাও পিই নাই এমন সুস্বাদু॥"
মালী বলে "ক্ষমিবে সহস্র মোর দোষ।"
এত বলি লবঙ্গের দিয়া ঠেস ঠোস,
গুয়া চুণ খএরে তাম্বুল দিল সাজি।
কবি বলে "বাকি কিছু রাখিলে না আজি॥
ছিলে নন্দনের মালী—সেবিতে বাসবে।
ক্ষীণ পুণ্য পুরা'বারে এসেছ এ ভবে॥
সম্বল আঁটিয়া পুন' যাবে সেই ঠাঁই।"
মালী বলে "কৃপায় স্বরগ হাতে পাই॥"

কবিরে বলিল সখা করি পরিহাস,
লেগেচে মালীর গায়ে তোমার বাতাস ॥
বড্ড আজ ফাঁকতালে হাতাইল স্বর্গ !
হাতে যদি রজতের পড়িত বিসর্গ
এই দণ্ডে হইত স্বর্গের পথ-রোধ।
একটু থেমেচে বৃষ্টি, হইতেছে বোধ ॥
ভেকের গলার নাই শকতি সেরূপ।
এবার বুঝিবা হ'ল একেবারে চুপ ॥"
এই কথা যেইমাত্র মুহূর্ত্তেক বলা—
সারা উদ্যানের ভেক ছাড়ি দিল গলা ॥
মিনিট পোনেরো ষোলো বৃষ্টি হ'ল ঝেড়ে,
নরমিয়া ক্রমশ বাদল গেল ছেড়ে' ॥
অবসান হ'য়ে এ'ল বিদ্যুতের রেখা।
কোথায় যে গেল মেঘ নাহি তার দেখা ॥
বৃষ্টি গেল ধরিয়া ফরসা হ'ল দিক্।
বৈকালি করিল সুরু নবরাগে পিক ॥
পাদুকায় দিতে মালী আগুনের সেঁক।
চর্ম্মের কুটুরী থেকে লম্ফ দিল ভেক ॥
ব্যালা আছে দেখি মালী, অবসর বোধে,
ভিজে ধূতি ম্যালাইয়া টাঙাইল রোদে ॥
মালীর সৌজন্য হেরি কবির স্যাঙাত,
থাকিতে নারিল আর গুটাইয়া হাত ॥

রেসমের রুমালের খুলিয়া পুঁটুলি,
রূপার চারিটি চাকি ধীরে লয় তুলি ॥
বলে আর মালীরে "কিঞ্চিৎ এই ধর" ।
জোড় হাতে বলে মালী "এবে ক্ষমা কর' ॥
অধম জনের প্রতি না করিহ রোষ ।
পদ-ধূলিতেই মোর পরম সন্তোষ ॥"
কবি বলে "অর্থ আগে বোঝো কথাটা'র ।
প্রয়োজন হইয়াছে, আমা-দুজনা'র,
ভাল মালা দুই ছড়া, তারি অই মূল্য ।"
মালী বলে "নাহি ধন প্রসাদের তুল্য ॥
প্রসাদ বিতরি লহ দাসের প্রণামি ।
বহু যত্নে এ দু-ছড়া গাঁথিয়াছি আমি ॥"
কবি বলে "আজিকে যা শিক্ষা লভিলাম—
স্মরণে রহিবে গাঁথা ! লৈনু ফুল-দাম ॥
ফুল যাবে মা'র কোলে, না রহিবে আট্‌কা
স্মৃতির সুগন্ধ র'বে চিরদিন টাট্‌কা ॥"
এত বলি উদ্যানের শান্তি করি ভোগ,
গৃহে যাইবার কবি করিল উদ্যোগ ॥
শুকাইয়া ধূতিখানা করে লট্‌পট্‌ ॥
কোঁচাইয়া ফেলিয়া পরিল চট্‌পট্‌ ॥
গোষ্ঠ-পথে চলা ভার শৃঙ্গীদের ভিড়ে ।
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায়, পক্ষী যায় নীড়ে ॥

শীতল মলয় আসে ফুলের সুবাস।
সোজা চলে দুই সখা ছাড়ি আশ পাশ॥
শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে।
দু-সখার মালা যায় দু-সখীর গলে॥

অন্তিম বাসনা

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ত্বরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধূলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি' আমার উপর দিয়া।
মনে হ'বে জীবন-যাত্রা মোর
হইয়ে-এ'ল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥

প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না স'য়্যে ?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
যেখানে থাক্-না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়্যে ॥
তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ-মিটায়্যে চেয়্যো শয়নে মোর ॥
পীরিতির সোহাগে ঢলঢল্
সে তব অশ্রু-জল
মোরে তা' সঁপি দিতে কর' না লাজ।
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি'
রাখিবে করি' তারে মাথার-সাজ ॥

বাসন্তী পদাবলী

মধু ঋতু এল ধরণীমাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর।
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধু-মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুণগুণায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক॥
ফুলের কে পায় কূল-কিনারা।
অগণন যেন গগন-তারা॥
ভরো ভরো ফুল, রঙ-বে-রঙ।
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ॥
কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে,
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে॥

কেহ বা ছড়ায় কনক-রেণু—
রাখাল যেথায় বাজায় বেণু ॥
রাশিরাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চলো, আর না আজি ॥

তেতালায় দুপুর রাত্রি

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই।
কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছয়ে জীবের লক্ষণ॥

বরাহনগরের উদ্যানে

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
দ্বিজরাজ হেন বেলা বাহির হ [illegible]ন একেলা
হর্ম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
ধীরে ধীরে সাগরের পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়!
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥

পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখা পত্র ঢুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥